তাবলীগ : ৬

মাওলানা সাদ সাহেবের আরেকটি রুজু ও অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান

তথ্য সংগ্রহ ও ইলমি নিরীক্ষণ

মুফতি খিযির মাহমুদ কাসেমি

আবদুল্লাহ আল ফারুক

অনূদিত

সাদ সাহেবের আরেকটি রুজু ও অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান

[তাবলীগ সিরিজের ষষ্ঠ প্রকাশনা]

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

তাবলীগ : ৬

সাদ সাহেবের আরেকটি রুজু ও অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান

তথ্য সংগ্রহ ও ইলমি নিরীক্ষণ
মুফতি খিযির মাহমুদ কাসেমি
ফোন ও ওয়াটসআপ : 0091-9538740400

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৮ ঈ.
রবিউস সানি ১৪৩৯ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদ আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং প্রগতি প্রিন্টিংপ্যালেস, কাঠালবাগান, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 988 15 32
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা : 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা : 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ : মোবারক হুসাইন সাদী
বর্ণবিন্যাস : মাদিনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ৭০ [সত্তর] টাকা মাত্র

SAD SAHEBER AREKTI ROOZU
O OVVAHOTO BIVRANTIKOR BOYAN
Published by : Maktabatul Asad. Ashulia, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 70.00 US $ 10.00 only.

সূ চি

রুজু স্বীকারের পর মাওলানা সাদ সাহেবের সম্প্রতি প্রদত্ত
কিছু বয়ানের নির্বাচিত অংশ ৭
সাদ সাহেবের নতুন আরেকটি রুজু। আপনারাই ভেবে দেখুন ১১
দারুল উলুম দেওবন্দ কর্তৃক অবস্থান স্পষ্ট করার পর
মাওলানা সাদ সাহেবের নতুন আরো কিছু বয়ানের পর্যালোচনা ১৫
দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়ার
তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ১৬
১. ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ ফজর প্রদত্ত বয়ান ২০
২. ফতোয়া প্রেরণের কয়েক মাস পর
তার আরেকটি বয়ান ২৫
৩. ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান ২৮
৪. ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ ফজর প্রদত্ত বয়ান ৩০
৫. ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান ৩১
৬. ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান ৩২
৭. ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান ৩৪
৮. ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ ইশা, হায়াতুস সাহাবার তা'লিম ৩৬
৯. ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ প্রদত্ত বয়ান ৩৮
১০. সাম্ভাল ইজতিমায় আলেমদের মজলিসে ৩৯
১১. ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান ৪৬
১২. ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান ৪৭
১৩. ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান ৪৯
১৪. আরেকটি বয়ান ৫০
সারকথা ৫১
সাদ সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ানের ফলে জনগণ কী শিখছে? ৫২
সারকথা ৫৯
সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন ৫৯

অনুবাদকের নিবেদন

মাত্র চার দিন আগের কথা। আমার ফেসবুকের ইনবক্সে একটি মেসেজ এলো। পাঠিয়েছেন ময়মনসিংহ থেকে মাওলানা ইলিয়াস সারোয়ার। তিনি একটি বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা দেখিয়ে বললেন, বইটি কি আপনি পড়েছেন? আমি জানালাম, না। দেখিনি। তিনি বললেন, আপনার ওয়াটসআপ ওপেন করুন। পুরো বইটি দিচ্ছি। আশা করি, আপনার মাধ্যমে বইটি উম্মতের হাতে হাতে পৌঁছুবে।

আমি ওয়াটসআপ ইনস্টল করলাম। তিনি পাঠালেন। এক বসাতেই পুরো বই পড়ে ফেললাম। সত্যি বলছি, বইটি আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করে। ইতোপূর্বে মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে যতগুলো বই পড়েছি, সেগুলো থেকে এ বই বেশ আলাদা। এখানে বিষয়গুলোকে বেশ গভীর থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সাদ সাহেব যে তার বিভ্রান্তিকর কথাগুলো একটি বিশেষ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছেন, সেটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে লেখকের ওয়াটসআপ নম্বর নিয়ে কল করলাম। পরিচয় আদান-প্রদানের পর বুঝতে পারলাম, তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে আমাদের সমসাময়িক ছাত্রভাই। অনুবাদের কথা শুনে তিনি খুশি হলেন।

বিস্ময়ের বিষয় হলো, বইটি উরদুতে লেখা হয়েছে এ বছরের ৩ জানুয়ারি। আর আমরা অনুবাদ শুরু করেছি ৯ জানুয়ারি। আধুনিক যোগাযোগমাধ্যম চিন্তার আদান-প্রদানের কাজ কতটা দ্রুত করে দিয়েছে, তার একটি নজির এ বই।

লেখক জানিয়েছেন, তিনি এ বিষয়ে আরো কিছু লেখা তৈরি করেছেন। ইনশাআল্লাহ, উপকারী মনে হলে সেগুলোর অনুবাদও বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেব। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা ও পাঠকবর্গের কাছে দুআর বিনম্র অনুরোধ।

আবদুল্লাহ আল ফারুক
আশুলিয়া, ঢাকা

রুজু স্বীকারের পর মাওলানা সাদ সাহেবের সম্প্রতি প্রদত্ত কিছু বয়ানের নির্বাচিত অংশ

১.

• خروج اللہ کا ایسا امر ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اصل میں خروج ہی دعوت ہے، جس نے خروج کو نہیں سمجھا، اُس نے دعوت کا صاف انکار کردیا۔ کسی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے ، دعوت صرف چل کر دین کی بات پہنچانے کا نام ہے۔

অর্থ : 'খুরুজ (আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া) আল্লাহর এমন নির্দেশ, যার কোনো বিকল্প নেই। আসলে খুরুজই দাওয়াত। যে খুরুজের ব্যাখ্যা বোঝেনি, সে দাওয়াতকে পরিষ্কার অস্বীকার করল। কোনো মাধ্যমের সহায়তায় বার্তা পৌঁছানো দাওয়াত নয়। দাওয়াত শুধু ঘুরে ঘুরে দ্বীনের কথা পৌঁছানোর নাম।'

২.

• جو نفر میں مامور ہیں، وہ امت میں وہ حضرات ہیں، جن پر کوئی امت کی دینی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابی بن کعبؓ کا ایک سال کا خروج جھوٹا، تو وہ زندگی بھر پشیمان رہے۔

অর্থ : 'উম্মতের যেসকল ব্যক্তির ওপর উম্মতের যিম্মাদারি আছে, তারা আল্লাহর রাস্তায় বের হতে আদিষ্ট। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদি.এর জীবনে শুধু একবার একসালের খুরুজ ছুটে গিয়েছিল, তিনি আজীবন বিষয়টি নিয়ে অনুতপ্ত ছিলেন।'

৩.

• صالحین صوفی تھے، دین کے مددگار نہیں تھے، صوفی صرف دین پر چلنے والا دیندار ہے؛ لیکن نصرت کرنے والا نہیں ہے، اُن کی محنت پر کرامت ظاہر ہوسکتی ہے، نصرت ظاہر نہیں ہوسکتی۔ صالحین کرامت والے ہیں، محنت والے نہیں ہیں ۔

অর্থ : 'বুযুর্গানে দ্বীন সুফি ছিলেন, তারা দ্বীনের সহায়তাকারী ছিলেন। সুফি শুধু দ্বীনের পথিক দ্বীনদার; কিন্তু তিনি দ্বীনের সহায়তাকারী নন। যার কারণে তার মেহনতের ফলে কারামত প্রকাশ পেতে পারে; কিন্তু আল্লাহর নুসরত আসবে না। বুযুর্গানে দ্বীন স্রেফ কারামতসর্বস্ব, তারা মেহনতওয়ালা নন।'

৪.

• دعوت ہی صرف دین کی نصرت ہے، مالی امداد اسلام کی نصرت نہیں ہے۔

অর্থ : 'দাওয়াত একটাই। তা হলো, দ্বীনের নুসরত করা। আর্থিকভাবে সহায়তা করাটা ইসলামের নুসরত-সহযোগিতা নয়।'

৫.

• صحابہ مدینہ منورہ سے اپنے علاقے میں واپس جانے کو بھی ارتداد سمجھتے تھے ، تم اصل میں پڑھتے نہیں ہو، نظام الدین آنے سے انکار کرنا معمولی بات نہیں ہے ۔

অর্থ : 'সাহাবায়ে কেরাম মদিনা মুনাওয়ারা থেকে নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়াকেও ইরতিদাদ-ধর্মত্যাগ মনে করতেন। তোমরা আসলে পড়ালেখা করো না। নিযামুদ্দিন আসতে অস্বীকৃতি জানানো মামুলি বিষয় নয়।'

৬.

• میرے نزدیک مشورہ چھوڑ کر چلے جانا تولی یوم الزحف (میدان چھوڑ کر بھاگنے) سے زیادہ سخت ہے ۔

অর্থ : 'আমার মতে, মাশওয়ারা [পরামর্শ] ছেড়ে চলে যাওয়া যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া থেকেও অধিক মারাত্মক।'

৭.

• دعوت کی سیرت صحابہ سے براہ راست سمجھنا چاہیے، ماضی یا حال کی شخصیات سے استفادہ اور اُن کا تذکرہ بلند سطح سے نیچے اترنا ہے ۔

অর্থ : 'দাওয়াত সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকে শেখা উচিত। অতীত বা বর্তমানের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব থেকে শেখা বা তাদের নিয়ে আলোচনা করাটা উঁচু স্তর থেকে পতনের নামান্তর।'

৮.

• مشورہ نماز کی طرح ضروری ہے؛ بلکہ مشورہ نماز سے اہم ہے ۔ جیسے نماز کے لیے مسجد آنا ضروری ہے، اسی طرح مشورہ لیے مسجد آنا ضروری ہے ۔

অর্থ : 'মাশওয়ারা নামাযের মতো আবশ্যক; বরং মাশওয়ারা নামায থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নামাযের জন্যে যেমন মসজিদে আসা আবশ্যক, তদ্রূপ মাশওয়ার জন্যে মসজিদে আসা আবশ্যক'।

৯.

• حضرت عثمان رضي الله عنه نے مدینہ کی مرکزیت ختم کی، یہی وجہ تھی مدینہ سے خلافت ختم ہونے کی۔

অর্থ : 'হযরত উসমান রাদি. মদিনার মারকাযি ভূমিকা নষ্ট করে ফেলেছিলেন। মদিনা থেকে খিলাফত উঠে যাওয়ার এটাই একমাত্র কারণ'।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সাদ সাহেব সম্পর্কে অবস্থান পরিষ্কার করা ও তার আপত্তিকর বিষয়গুলোর নিরসন জানানোর পর মাওলানা সাদ সাহেব উপরের নতুন কথাগুলো বলেছেন। প্রতি তিন মাস পরপর বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যেসকল দায়িত্বশীল নিযামুদ্দিনে আসে, তাদের মজলিসে তিনি কথাগুলো বলেছেন। আমরা বক্ষ্যমাণ বইয়ে সেই কথাগুলোর ইতিহাস, আবশ্যিক পূর্বাপর প্রসঙ্গ ও সেগুলোর জ্ঞানগত নিরীক্ষণ এবং কথাগুলোর কারণে জনগণের মাঝে কী প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে, সে সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করব।

সাদ সাহেবের নতুন আরেকটি রুজু আপনারাই ভেবে দেখুন

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

সোশাল মিডিয়াতে একটি ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখানো হচ্ছে যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব তাঁর পূর্বে প্রদত্ত হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কিত বয়ান থেকে রুজু করেছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। সেগুলোর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

দারুল উলুম দেওবন্দ একবছর পূর্বে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে সর্বসম্মুখে রুজু করার আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু মাওলানা রুজু করেননি; বরং এরপরও তিনি তার বয়ানে আকারে-ইঙ্গিতে এবং তার অনুসারী, সমমনা ও ভক্তরা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যানমূলক জবাবি বইপত্র লিখে প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, তারা দারুল উলূম দেওবন্দের দায়িত্বশীল ও মুফতিয়ানে কেরামের ওপর অনৈতিক, অশ্রাব্য ও ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করে তা যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়ে দিয়েছে। অথচ মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব বা তার কোনো ভক্ত এগুলোর প্রতিবাদ করেননি। এমনকি তাদের থেকে খুবই অসমীচীন আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা এখানে সঙ্গত হবে না, বিধায় এড়িয়ে যাচ্ছি। শুধু এতটুকু বলছি যে, তারা দারুল উলুম দেওবন্দের বিরুদ্ধে আস্থাহীনতার অভিযান পরিচালনা

করেছেন। অতীতের বিভিন্ন মতনৈক্য আছড়ে ফেলে বর্তমান আকাবিরদের বিরুদ্ধে গালি-গালাজ ও কটুকথার স্তুপ ঢেলে দিয়েছেন। দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত তাজা ফতোয়ার ওপর একের পর এক ভিত্তিহীন নিন্দাবাক্য ছড়িয়ে জনগণকে দেওবন্দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। সেই অপচেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দের এক পুরাতন ফারেয —যে সবসময় নিযামুদ্দিনে পড়ে থাকে— তাকে 'নতুন আবু আব্দুল্লাহ' এর ছদ্মনাম দিয়ে, তার মাধ্যমে দারুল উলুম দেওবন্দের নতুন-পুরাতন বিভিন্ন ফতোয়ার সম্পূর্ণ অবান্তর সমালোচনা করিয়ে, সোশাল মিডিয়াতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে যখন বাংলাদেশ থেকে এ শর্ত আসে যে, ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে হলে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে অনাপত্তি আনতে হবে, তখন কিছু পণ্ডিত গতবারের মত এবারো বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করে মাওলানাকে রুজু করার পরামর্শ দিয়েছেন।

রুজু এমন একটা বিষয়, যেখানে নিয়ম হলো, যথাসম্ভব ব্যক্তির ব্যাপারে সুধারণা প্রাধান্য দেওয়া। কোনো বিশেষ স্বার্থের সঙ্গে রুজুকে যুক্ত করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকাই সমীচীন। এজন্যে আমরা অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি মাওলানাকে এই রুজুর ওপর অটল-অবিচল থাকার তাওফিক দিন। রুজুর পর অতীতের মতো আবারো আস্থাহীনতা সৃষ্টি হওয়ার ঘটনা যেন না ঘটে।

কিন্তু একটি কথা আমাদেরকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে যে, সাদ সাহেবের সঙ্গে দারুল উলুম দেওবন্দের আসল দ্বিমত মূলত উসুলি বা নীতিনির্ভর। যেমনটি আমরা সেই ফতোয়ায় দেখতে পেয়েছি। শুধু হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে রুজু করা কখনই হকপন্থী উলামায়ে কেরামের আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে পারে না। চতুর্থ রুজুনামা প্রেরণের পর বিগত এক বছর ধরে মাওলানার যেই বয়ানগুলো সামনে এসেছে, সেগুলোর কারণে উলামায়ে কেরামের সন্দেহ ও হতাশা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। যথারীতি আগের মতো

স্বেচ্ছাচারী ইজতিহাদ, বই খুঁজে খুঁজে পরিত্যাজ্য অভিমত, মনগড়া তাফসির, দলিলহীন দাবি-দাওয়ার বিতর্ক, সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ঘটনা থেকে ভুল ফলাফল উদ্ভাবন, জামাতের কাজের গুরুত্ব বয়ান করার সময় মাত্রাতিরিক্ত অতিরঞ্জন, নিজের অভিমতের বিরুদ্ধবাদীদের শক্তভাষায় প্রত্যাখ্যান ও অযৌক্তিক অস্বীকার-সহ এ জাতীয় আরো অনেক কথা বিভিন্ন সময় তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে তিনি শেষ রুজু করেছেন। এর মাত্র দু-তিন পর কাতারে মাওলানা যেই বয়ান করেছেন, তা শুনে বুঝতে পারবেন, তিনি কোন মানসিকতার মানুষ।

যদি মাওলানার প্রতিটি বয়ান শুনে নিরীক্ষণ করা হয় তাহলে তার মুখ থেকে বেরুনো ভুল, বিভ্রান্তিকর ও পরিত্যাজ্য কথার সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। আমি তার অল্প কয়েকটি বয়ান শুনেছি। অধিকাংশ বয়ান তিনি পেশ করেছেন ডিসেম্বর ২০১৭ এর ত্রয়মাসিক মাশওয়ারায়। সেখান থেকে অল্প কিছু চয়নিকা তুলে ধরছি। আশা করি, এগুলো পড়ে জ্ঞানীগণ প্রকৃত অবস্থা অনুমান করতে পারবেন।

মূল সমস্যা হলো তার মানসিকতা। ওই মন-মানসিকতার কারণেই সময়ে-অসময়ে এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর কথা বেরিয়ে আসছে। তার চৈন্তিক বিকৃতির সংশোধন তখনই সম্ভব, যখন তিনি দীর্ঘ দিন হকপন্থী উলামায়ে কেরামের অনুগত হয়ে সংশ্রবে থাকবেন; বয়ানের মাঝে তাবলিগের ইতোপূর্বেকার তিন আকাবিরের পথ অনুসারে নিজেকে ছয় সিফাতের বৃত্তের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখবেন; নতুন নতুন কথা, নিত্য নতুন দর্শন ও দলিলবাজি থেকে সম্পূর্ণ রূপে নিবৃত্ত থাকবেন; যখন তিনি স্বেচ্ছাচারী দলিল উদ্ভাবনের কাজ বন্ধ রাখবেন; নবোদ্ভূত কথা, দলিলবাজি ও উদ্ভাবনের মানসিকতা পরিহার করবেন; যখন তিনি জামাতে তাবলিগের বিশেষ পদ্ধতিকে শরিয়াতের মূল উদ্দেশ্য মনে করে কুরআন-হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ থেকে উদ্ভাবনের ভুল কাজ পরিহার করবেন। বছরের পর বছর যাবত তাবলিগ যেই বিশেষ বৃত্তের ভেতর অবস্থান করে কাজ চালিয়ে আসছে, তাকে অবশ্যই সেই বৃত্তের ভেতর সীমিত থাকতে হবে।

জামাতের কাজের প্রচার-প্রসার এবং উম্মতকে দাওয়াতের ওপর সমবেত করার বিশেষ এই মেহনতকে সাহাবায়ে কেরামের সিরাতের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার যেই ধরন মাওলানা অবলম্বন করেছেন, তা খুবই ক্ষতিকর। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে উম্মতের মাঝে শুধু বিশৃঙ্খলাই বৃদ্ধি পাবে। এখন পর্যন্ত আলেমসমাজে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব ও তার অনুসারীদের প্রতি যতটুকু আস্থা বাকি আছে, সেটাও ধূলোয় ধূসরিত হয়ে যাবে।

দারুল উলুম দেওবন্দ কর্তৃক অবস্থান স্পষ্ট করার পর মাওলানা সাদ সাহেবের নতুন আরো কিছু বয়ানের পর্যালোচনা

[চয়নিকাগুলো তার মাত্র চার-পাঁচটি বয়ান থেকে সংগৃহীত। এগুলোর অডিও রেকর্ড সংরক্ষিত আছে। চয়নিকাগুলোর পূর্বাপর কথাও উল্লেখ করা হলো।]

রুজু ঘোষণার পর তিনি যেসব বয়ান করেছেন, সেগুলোর জ্ঞানগত নিরীক্ষণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমি অনুরোধ করব, আপনারা বয়ানগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করবেন। তাহলে এর থেকে অনুমান করতে পারবেন, কথাগুলো কতটা মারাত্মক।

প্রথমে তার সম্পর্কে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলে ধরছি। যেগুলো থেকে সাদ সাহেবের একাধিকবার রুজু করার ঘটনা প্রসিদ্ধ। এরপর সেগুলোর সঙ্গে মাওলানার নতুন বয়ানগুলোর উদ্ধৃত অংশকে তুলনা করে দেখুন, ইনশাআল্লাহ তার রুজুর বাস্তবতা ও তার সত্যিকারের মনোভাব আপনাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়ার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

১

"ہم امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن وحدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلاشبہہ گمراہی کا راستہ ہے، اس لئے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں؛ لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جارہی ہیں"۔

অর্থ : 'আমরা মুসলিম উম্মাহ বিশেষত সাধারণ তাবলীগি ভাইদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা নিজেদের দ্বীনি দায়িত্ব মনে করছি যে, মৌলভি মুহাম্মদ সাদ সাহেব তার জ্ঞানস্বল্পতার কারণে নিজ মতাদর্শ ও চিন্তাধারার মাঝে, কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যাকালে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মূল স্রোত থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন। যা নিঃসন্দেহে গুমরাহির পথ। কাজেই তার ওই কথাগুলোর ওপর নীরবতা অবলম্বন করা যেতে পারে না। কারণ, যদিও এটি বর্তমানে ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র; কিন্তু বিষয়গুলো এখন জনসাধারণের মাঝে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।'

২

"اُن کے بیانات کے بعض ایسے اقتباسات بھی موصول ہوئے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب کے نزدیک دعوت کے وسیع مفہوم میں صرف تبلیغی جماعت کی موجودہ ترتیب ہی داخل ہے، صرف اسی کو وہ انبیاء اور صحابہ کے طریقہ جہد سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی خاص ترتیب کو سنت بعینہٖ انبیاء کی محنت کا مصداق قرار دیتے ہیں، حالانکہ جمہور امت کا متفقہ مسلک ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک امر کلی ہے، جس کی شریعت میں کوئی ایسی خاص ترتیب لازم نہیں کی گئی کہ جس کے چھوڑنے سے سنت کا ترک لازم آئے،، مختلف زمانوں میں دعوت و تبلیغ کی شکلیں مختلف رہی ہیں، کسی بھی دور میں دعوت کے فریضے سے بے اعتنائی نہیں برتی گئی، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء، محدثین، مشائخ، اولیاء اللہ اور قریبی عہد کے ہمارے اکابر نے عالمی سطح پر دین کو زندہ کرنے کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے"۔

অর্থ : 'মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের বয়ান থেকে এমন কিছু চয়নিকাও আমাদের হাতে এসেছে, যেখানে এ কথা প্রকাশ পেয়েছে যে, তার মতে শুধু তাবলীগ জামাতের বর্তমান পদ্ধতিই দাওয়াতের বিস্তৃত অর্থ ধারণ করে। তিনি স্রেফ এটাকেই নবি-রাসূল-সাহাবিদের মুজাহাদার পদ্ধতি অভিহিত করে থাকেন। এই বিশেষ পদ্ধতিকেই তিনি সুন্নত ও অবিকল আম্বিয়ায়ে কেরামের মেহনত সাব্যস্ত করে থাকেন। অথচ উম্মাহর জমহুর মনীষীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, দাওয়াত ও তাবলীগ হলো একটি সামগ্রিক বিষয়। শরিয়ত এর জন্যে এমন কোনো বিশেষ পদ্ধতি আবশ্যক করে দেয়নি, যা ত্যাগ করলে সুন্নাত ত্যাগ করার অপরাধ হবে। যুগে-যুগে দাওয়াত ও তাবলীগের অজস্র পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ইতিহাসের কোনো যুগেই দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা করা হয়নি। সাহাবায়ে কেরামের পর তাবেঈন, তাব্‌য়ে তাবেঈন, আইম্মাহ, মুজতাহিদিন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মাশায়েখ, আল্লাহওয়ালা অলিগণ ও নিকট অতীতের আমাদের আকাবির রহ. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বীন পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।'

৩

"تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور اُن کا استخفاف ہو رہا ہے اور سلف کی پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد و انکار لازم آرہا ہے، نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی؛ بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے، اُن کا یہ رویہ جماعتِ تبلیغ کے سابقہ ذمہ داران : حضرت مولانا الیاس صاحبؒ، حضرت مولانا یوسف صاحبؒ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحبؒ کے یکسر خلاف ہے"۔

(فتوی دار العلوم دیوبند بابت مولانا سعد صاحب)

অর্থ : 'তাবলীগ জামাতের মেহনতের গুরুত্ব তিনি এমন ভাষায় ব্যক্ত করছেন যে, এর মাধ্যমে দ্বীনের অপরাপর শাখার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ও সেগুলো সম্পর্কে অবমাননা হচ্ছে। মহান পূর্বসূরিগণের দ্বীনপ্রচারের পুরাতন পদ্ধতিগুলোকে তিনি প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করছেন। তার এহেন কার্যকলাপের ফলে আকাবির-আসলাফের সম্মানহানী হচ্ছে। তাদের প্রতি আস্থার সংকট তৈরি হচ্ছে। তার এই আচরণ তাবলীগ জামাতের ইতোপূর্বকার দায়িত্বশীল হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।'

[মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে
দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া]

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব রুজু স্বীকারের পর যে বয়ানগুলো করেছেন, সেগুলো তুলে ধরছি। মনোযোগের সঙ্গে পড়ুন।

১.
১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ ফজর প্রদত্ত বয়ান

"وہ چار قسم ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان چار میں اکثریت محنت کرنے والوں کی ہے : نبی، صدیق، شہداء، ایک قسم ہے صالحین کی، تین قسم ہے محنت کرنے والوں کی، اور ایک قسم ہے کرامت والوں کی، نصرت والی قسم وہ ہے، جو دعوت پر قائم ہے، صحابہ کے ساتھ غیبی نصرتیں دعوت کی شرط کے ساتھ ہیں، ان تنصرو الله ینصرکم، صوفی صرف دین پر چلنے والا دیندار ہے؛ لیکن نصرت کرنے والا نہیں ہے، اُن کی محنت پر کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، نصرت ظاہر نہیں ہو سکتی"۔

"اُس لیے جتنی غیبی نصرتیں ہیں، اُس کی اصل وجہ دعوت ہے، جو دعوت خود جاکر پہنچاتا ہے، اگر اُس کے مقابلے میں باطل آجاتا ہے، تو اللہ اُس کے مقابلے میں خود آجاتے ہیں، لہٰذا دعوت کو سمجھنا چاہیے، کسی ذریعے سے بیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے؛ بلکہ خود جاکر دعوت دینا یہ دعوت ہے، اس کام میں اور تحریکوں میں یہی فرق ہے، ہمارے یہاں دوسری تحریکوں سے مشابہت نہیں ہے؛ بلکہ صحابہ کی سیرت سے ہے"۔

"دعوت صحابہ کرام کا طریقہ محنت ہے، جس کی سب سے بنیادی جیز نقل وحرکت ہے؛ کیونکہ خورج اللہ کا ایسا امر ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے،

اصل میں خروج ہی دعوت ہے، جس نے خروج کو نہیں سمجھا، اُس نے دعوت کا صاف انکار کر دیا"۔

বয়ানের অনুবাদ :

"ওই চার প্রকার, যাদের ওপর আল্লাহর নেআমত বর্ষিত হয়। সেই চার প্রকারের তালিকায় মেহনতাকারীদের সংখ্যাই বেশি। নবি, সিদ্দিক ও শহিদগণ। এর বাইরে সালেহিনদের একটি প্রকার রয়েছে। তিন প্রকার হচ্ছে মেহনতারীদের। আর এক প্রকার হচ্ছে কারামাতওয়ালাদের। এদের মধ্য হতে নুসরত তারা পাবেন যারা দাওয়াতের ওপর অবিচল হবেন। সাহাবায়ে কেরামের জন্যে গায়বি নুসরতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে দাওয়াতের শর্তসাপেক্ষে। ইরশাদ হয়েছে—

ان تنصرو الله ينصركم

সুফি শুধু দ্বীনের পথিক দ্বীনদার; কিন্তু তিনি দ্বীনের সহায়তাকারী নন। যার কারণে তার মেহনতের ফলে কারামত প্রকাশ পেতে পারে; কিন্তু দ্বীনের নুসরত হবে না। বুযুর্গানে দ্বীন স্রেফ কারামতসর্বস্ব, তারা মেহনতওয়ালা নন।"

"কাজেই যতোগুলো গায়বি নুসরাত এসেছে, সেগুলোর মৌলিক কারণ দাওয়াত। যেই দাওয়াত নিজে গিয়ে পৌঁছাতে হয়। যদি ওই দাওয়াতের মুকাবিলায় কোনো বাতিল চলে আসে তখন তার মুকাবিলায় আল্লাহ নিজেই চলে আসেন। কাজেই দাওয়াতের মর্ম বুঝতে হবে। কোনো মিডিয়ার মাধ্যমে বার্তা পৌঁছানো দাওয়াত নয়; বরং নিজে গিয়ে দাওয়াত দেওয়াই দাওয়াত। এই মেহনতের সঙ্গে অন্যান্য আন্দোলনের এটাই পার্থক্য। অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য-সামাঞ্জস্য নেই। আমাদের সামাঞ্জস্য সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শের সঙ্গে।"

"দাওয়াত হলো সাহাবায়ে কেরামের মেহনতের তরিকা। যার বুনিয়াদি জিনিস হলো, নকল-হরকত। কেননা খুরুজ (আল্লাহর পথে বের হওয়া) আল্লাহর এমন নির্দেশ, যার কোনো বিকল্প নেই। আসলে খুরুজই দাওয়াত। যে খুরুজের ব্যাখ্যা বোঝেনি, সে দাওয়াতকে পরিষ্কার অস্বীকার করল।"

মাওলানা সাদ সাহেব এ বয়ানগুলো করেছেন দেশের সেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলদের মজলিসে, যারা নিজেদের প্রদেশের প্রতিনিধি হয়ে নিযামুদ্দিনে প্রতি তিন মাস অন্তর পথনির্দেশনা জানতে আসেন।

এ বয়ানের মাঝে দুটি কথার ওপর আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি-

কুরআন কারিমের প্রসিদ্ধ আয়াত—

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

এর তাফসির করে তিনি বলেছেন—

"وہ چار قسم ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان چار میں اکثریت محنت کرنے والوں کی ہے : نبی، صدیق، شہداء، ایک قسم ہے صالحین کی، تین قسم ہے محنت کرنے والوں کی، اور ایک قسم ہے کرامت والوں کی، نصرت والی قسم وہ ہے، جو دعوت پر قائم ہے، صحابہ کے ساتھ غیبی نصرتیں دعوت کی شرط کے ساتھ ہیں، ان تنصرو اللہ ینصرکم، صوفی صرف دین پر چلنے والا دیندار ہے؛ لیکن نصرت کرنے والا نہیں ہے، اُن کی محنت پر کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، نصرت ظاہر نہیں ہو سکتی"۔

"ওই চার প্রকার, যাদের ওপর আল্লাহর নেআমত বর্ষিত হয়। সেই চার প্রকারের তালিকায় মেহনতাকারীদের সংখ্যাই বেশি। নবি, সিদ্দিক ও শহিদগণ। এর বাইরে

সালেহিনদের একটি প্রকার রয়েছে। তিন প্রকার হচ্ছে মেহনতারীদের। আর এক প্রকার হচ্ছে কারামাতওয়ালাদের। এদের মধ্য হতে নুসরত তারা পাবেন যারা দাওয়াতের ওপর অবিচল হবেন। সাহাবায়ে কেরামের জন্যে গায়বি নুসরতের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে দাওয়াতের শর্তসাপেক্ষে। ইরশাদ হয়েছে—

ان تنصرو الله ينصركم

সুফি শুধু দ্বীনের পথিক দ্বীনদার; কিন্তু তিনি দ্বীনের সহায়তাকারী নন। যার কারণে তার মেহনতের ফলে কারামত প্রকাশ পেতে পারে; কিন্তু দ্বীনের নুসরত হবে না। বুযুর্গানে দ্বীন স্রেফ কারামতসর্বস্ব, তারা মেহনতওয়ালা নন।"

মাওলানা আল্লাহর সাহায্য আসার জন্যে দাওয়াতকে শর্ত অভিহিত করেছেন। এরপর দাওয়াতের ব্যাখ্যাকে খুবই সংকুচিত করে সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, দাওয়াত হলো নিজে গিয়ে গিয়ে দেওয়া। এরপর সেই বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে কুরআন কারিমের আয়াত পেশ করেছেন। ভাই, এরই নাম তাফসির বির রায় বা মনগড়া তাফসির। মানে, পূর্ব থেকে মাথার মাঝে একটি দৃশ্যকল্প চূড়ান্ত করে রাখবে। এরপর কুরআন কারিমের আয়াত দিয়ে সেটাকে প্রমাণিত করার চেষ্টা করবে।

আপনি বলুন, নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সালেহিন— এই চার শ্রেণির মাঝে মেহনত ও দ্বীনের নুসরত সম্পর্কে শ্রেণিভেদ করার কথাটি কি কোনো মুফাসসির লিখেছেন? বুযুর্গানে দ্বীনের মেহনতকে বাকি তিন শ্রেণির মেহনত থেকে আলাদা করা, এরপর বুযুর্গানে দ্বীনকে দ্বীনের নুসরাতকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা, সবশেষে বিদ্রূপ করে এ মন্তব্য করা যে, 'তারা তো কারামতসর্বস্ব' এগুলো সাদ সাহেবের মারাত্মক বিচ্যুতি।

নুসরত, দাওয়াত, খুরুজ ও নাফিরের এই মর্ম কোন দলিল থেকে প্রমাণিত? তিনি কি এই ব্যাখ্যা ও তাফসিরের পক্ষে কোনো দলিল

পেশ করতে পারবেন যে, 'নিজে গিয়ে গিয়ে দাওয়াত দেওয়াই একমাত্র দাওয়াত'?

তার এই ব্যাখ্যা কি জমহুর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পরিপন্থী নয়? এটা কি তার সেই বিপদজনক চিন্তাধারা নয়? এগুলোর কারণে কি শরিয়াতের নুসুসের মাঝে বিকৃতির দুয়ার খুলবে না?

মাওলানা ও তার সমমনা লোকদের এখন এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে—

"دعوت کی یہ مخصوص شکل ہی اعمال نبوت ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اعمالِ نبوت اور اعمال ولایت میں فرق ہے، اولیاء دین کے داعی نہیں تھے، صحابہ کرام کے بعد دعوت کو ترک کر دیا گیا"۔

'দাওয়াতের এই বিশেষ পদ্ধতিই নবিওয়ালা কাজ। এ কারণেই তারা বলে বেড়ায় যে, নবিওয়ালা কাজ আর সুফিওয়ালা কাজের মাঝে পার্থক্য আছে। বুযুর্গরা দ্বীনের দাওয়াতদাতা ছিলেন না। সাহাবায়ে কেরামের পর মানুষ দাওয়াত ছেড়ে দিয়েছে।'

এ দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি বিভিন্ন ভাবে, নানা কায়দায় বয়ান করে বেড়ান। তিনি এরচেয়েও মারাত্মক একটি কথা সর্বত্র বলে থাকেন যে, দাওয়াত ও তাবলিগের সঙ্গে বর্তমানে অন্যদের যেই মতভেদ চলছে, এটা আসলে দাওয়াত ও তাসাওউফের ইখতিলাফ। [তার এ কথার অডিও রেকর্ড সংরক্ষিত আছে।]

২.
ফতোয়া প্রেরণের কয়েক মাস পর তার আরেকটি বয়ান

"سننا دھیان سے یہ میں نے آج اپنی ترتیب سے ہٹ کر کتاب اس لیے پڑھی ہے کہ جو صحابہ فتنے میں پڑ گئے، کیونکہ یہ تو اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ارتداد اسلام سے پھرنے کو کہتے ہیں، سب توجہ سے سننا بات، یہ تو اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ارتداد اسلام سے پھرنے کو کہتے ہیں، ورنہ دور صحابہ میں مدینہ منورہ سے پلٹ کر اپنے علاقے میں جانے کو صحابہ ارتداد سمجھتے تھے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس درجے عملہ مجتمع تھا، اتنا اس درجہ عملہ مجتمع تھا کہ صحابہ مدینہ منورہ سے اپنے علاقے میں واپس جانے کو بھی ارتداد سمجھتے تھے، مدینہ منورہ سے اپنے علاقے میں واپس جانے کو بھی ارتداد سمجھتے تھے، تم اصل میں پڑھتے نہیں ہو، نظام الدین آنے سے انکار کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ میں صبح سے اسی سوچ میں ہوں، چنانچہ قبیلہ اسلم جو مدینہ آکر بیمار ہو گئے، آپ نے اُن سے فرمایا: ابدو، تم بیمار ہو گئے ہو یہاں آکر، یہاں کی آب و ہوا تمھیں موافق نہیں آئی، لہٰذا اپنی صحت کے لیے آب وہوا کی تبدیلی کے لیے کچھ دنوں کے لیے دیہات واپس چلے جاؤ، انھوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مرتد ہو جائیں ۔۔۔۔آپ نے فرمایا کہ یہ مرتد ہونا نہیں ہے، ہم تو تمھیں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تمھارا وہاں علاج ہو جائے"۔

বয়ানের অনুবাদ :

কথাগুলো মনোযোগের সঙ্গে শুনবে। আজ আমি আমার রুটিন ভেঙ্গে এজন্যে কিতাবটি পড়ছি যে, বিষয়টি নিয়ে

সাহাবায়ে কেরাম ফিতনায় পড়ে গিয়েছিলেন। কেননা এই জামানায়, শুধু ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকেই ইরতিদাদ-ধর্মত্যাগ মনে করা হয়। সবাই মনোযোগ সহকারে শোনো। এ জামানায় শুধু ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকেই ইরতিদাদ মনে করা হয়। অথচ সাহাবায়ে কেরামের যুগে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে ফিরে নিজের এলাকায় চলে যাওয়াকেও সাহাবায়ে কেরাম ইরতিদাদ মনে করতেন। আমি এ কথা বলতে চাই যে, কাজের প্রতি মেহনতকারীরা এ পরিমাণ সংঘবদ্ধ ছিলেন, এ পরিমাণ দৃঢ় ছিলেন যে, সাহাবা মদিনা মুনাওয়ারা থেকে নিজের এলাকায় ফিরে যাওয়াকেও ইরতিদাদ মনে করতেন। মদিনা থেকে নিজের এলাকায় ফিরে আসাকেও ধর্মত্যাগ মনে করতেন। তোমরা আসলে পড়ো না। নিযামুদ্দিনে আসতে অস্বীকৃতি জানানো চাট্টিখানি বিষয় নয়। আমি বিষয়টি নিয়ে সকাল থেকেই ভাবছি। তাইতো দেখা যায়, আসলাম গোত্র যখন মদিনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন নবিজি তাদের বলেছিলেন, তোমরা গ্রামে চলে যাও। তোমরা এখানে এসে পীড়াক্রান্ত হয়েছো। এখানকার আবহাওয়া তোমাদের অনুকূলে যাচ্ছে না। কিছু দিনের জন্যে গ্রামে ফিরে যাও। তখন তারা উত্তর করেছিল, হে আল্লাহর রাসূল, এটা হতে পারে না। আমরা তো তাহলে মুরতাদ হয়ে যাবো।... নবিজি নাকচ করে দিয়ে বলেন, 'এটাকে ধর্মত্যাগ বলে না। আমি তোমাদেরকে এজন্যে পাঠাচ্ছি যে, তোমরা যেন সেখানে গিয়ে আরোগ্য লাভ করো।'

আমরা মাওলানার এ কথাটি পর্যালোচনা করার পূর্বে হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থ থেকে মূল ইবারত তুলে ধরছি, যেখান থেকে তিনি কথাগুলো স্বকল্পিত তরিকায় উদ্ভাবন করেছেন। সেখানে আছে—

أخرج أبو نعيم عن إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : أصاب أسَلَم وجغ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسلمُ أبدوا، قالوا : يا رسول الله نكره أن نرتد، ونرجع على أعقابنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم باديتُنا ونحن حاضرتكم، إذا دعوتمونا أجبناكم وإذا دعوناكم أجبتمونا، أنتم المهاجرون جيث كنتم. كذا في كنز العمال (حياة الصحابة : ١\٤٤٣، هجرة بني سليم، الباب الرابع، باب الهجرة)

অর্থ : 'হযরত ইয়াস ইবনে সালামাহ রাদি. বলেন, বনু আসলাম গোত্র যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা গাঁয়ে চলে যাও। উত্তরে তারা বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, ফিরে যেতে আমাদের মন সায় দিচ্ছে না।' তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা হলে আমাদের গ্রাম্য বন্ধু। আর আমরা তোমাদের শহুরে বন্ধু। যখন তোমরা আমাদের ডাকবে আমরা চলে আসব। যখন আমরা তোমাদের ডাকব তোমরাও চলে আসবে। তোমরা যেখানেই থাকবে, তোমাদের মুহাজিরই মনে করা হবে। [হায়াতুস সাহাবা : ১/৪৪৩]

এই ঘটনার মাঝে তিনি نرتدّ শব্দের অনুবাদ করেছেন, মুরতাদ হওয়া। আর সেখান থেকে এই মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন—

"یہ تو اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ارتداد اسلام سے پھرنے کو کہتے ہیں، سب توجہ سے سننا بات، یہ تو اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ارتداد اسلام سے پھرنے کو کہتے ہیں، ورنہ دور صحابہ میں مدینہ منورہ سے پلٹ کر اپنے علاقے میں جانے کو صحابہ ارتداد سمجھتے تھے"۔

"এই জামানায় শুধু ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকেই ইরতিদাদ-ধর্মত্যাগ মনে করা হয়। সবাই মনোযোগ সহকারে শোনো। এ জামানায় শুধু ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকেই ইরতিদাদ মনে করা হয়। অথচ সাহাবায়ে কেরামের যুগে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে ফিরে নিজের এলাকায় চলে যাওয়াকেও সাহাবায়ে কেরাম ইরতিদাদ মনে করতেন।"

হায় আফসোস! তিনি ফিরে যাওয়ার অর্থকে বদলে দিয়ে 'মুরতাদ হওয়া' বানিয়েছেন। এরপর সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতিও বের করেছেন। তার এই উদ্ভাবন থেকে বুঝে আসে যে, তার জ্ঞানগত যোগ্যতা কত দূর! অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হলো, মাওলানা যে কথাটি এখন বলছেন, এমন কিছু কথা মওদুদি সাহেব থেকেও উচ্চারিত হয়েছে। তিনি তার সংগঠন জামাতের গুরুত্ব বয়ান করে বলেছিলেন—

"یہ وہ راستہ نہیں جس میں آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا یکساں ہو، یہاں پیچھے کے معنی ارتداد کے ہیں، خدا کی طرف سے پیٹھ موڑنے کے ہیں"۔ (جماعت اسلامی کا پہلا اجتماع، شعبان ۱۳۶۰، ص: ۹)

অর্থ : 'এটি ওই পথ নয়, যেখানে সামনে অগ্রসর হওয়া ও পিছিয়ে যাওয়া- দুটোই সমান। এখানে পেছনে সরার অর্থ মুরতাদ হওয়া। আল্লাহর দিক থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা।' [জামাতে ইসলামির প্রথম সম্মেলন। শাবান ১৩৬০ হিজরি। পৃষ্ঠা : ৯]

৩.
১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান

"حضرت عمرؓ فرماتے : کوئی مسئلہ آئے، مدینہ میں لاؤ، حضرت پرانوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، مرکزیت کو باقی رکھنے کے لیے کہ پرانے ملکوں میں جائیں گے ، تو لوگ اُن سے پوچھنے لگیں گے اور مدینہ کی مرکزیت ختم

ہو جائے گی، حضرت عمرؓ کی پابندی سے لوگ اکتائے ہوئے تھے، حضرت عثمان نے پابندی ختم کردی، یہ وجہ ہوئی مدینے سے خلافت ختم ہونے کی"۔

বয়ানের অনুবাদ :

'হযরত উমর রাদি. বলেন, কোনো জটিলতা দেখা দিলে মদিনায় নিয়ে আসো। তিনি পুরনো সঙ্গীদের নিজের কাছাকাছি রাখতেন। এর ফলে মদিনার মারকাযি ভূমিকা অক্ষুন্ন থাকতো। কেননা, পুরনো লোকেরা যদি বিভিন্ন দেশে চলে যান তাহলে প্রশ্ন জানার জন্যে মানুষ তাদের কাছে চলে যাবে। এর ফলে মদিনার মারকাযি ভূমিকা বিনষ্ট হয়ে যাবে। হযরত উমর রাদি. এর বিধি-নিষেধের কারণে মানুষ বিরক্ত হয়ে ওঠতো। হযরত উসমান রাদি. এই বিধি-নিষেধ উঠিয়ে দেন। মদিনা থেকে খিলাফত উঠে যাওয়ার এটাই একমাত্র কারণ।'

যদিও মাওলানা সাদ সাহেব হযরত উসমান রাদি. এর সমালোচনা ও তাঁর সম্পর্কে ঔদ্ধত্বপূর্ণ কথা বলার ইচ্ছা নিয়ে উপরের বয়ান করেননি; কিন্তু তার মুক্তচিন্তা ও জ্ঞানস্বল্পতার পরিণতিতে কিন্তু সেটাই ঘটেছে। তিনি নিজের দাবি প্রমাণিত করার জন্যে একজন মহান খলিফার ক্ষেত্রে সম্মানহানীর মত ভুল করেছেন। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. বলতেন—

"صحابہ کرام کے متعلق کوئی ایسا تذکرہ ایسے انداز میں کہ جس سے ذرا بھی ایہام بے وقعتی ہو یا اُن کی جلالت شان کے منافی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فائدہ کو کم کرنے والا ہے، خبردار احتیاط کرو"۔

'সাহাবায়ে কেরাম রাদি. সম্পর্কে যদি কোনো আলোচনা এমনভাবে হয়ে যায়, যার ফলে তাঁদের সম্মানহানীর

যৎসামান্য আভাসও দেখা দেয়, বা তাঁদের মহান মর্যাদা ও অবস্থানের পরিপন্থী হয়, তাহলে মূলতঃ এর মাধ্যমে প্রকৃত বিচারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপকারিতা হ্রাস করা হবে। খবরদার! সতর্ক থাকবে।'

৪.
১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ ফজর প্রদত্ত বয়ান

"لوگ دین کے کام میں مالی امداد کرتے ہیں، مالی امداد مسلمان کی مدد ہے، اسلام کی مدد نہیں ہے، ایسی مالی امداد جس سے صرف اسلام کو فائدہ پہنچے، وہ مسلمان کی مدد ہے، مالی تعاون دعوت نہیں ہے اور اسلام کی نصرت نہیں ہے، وہ تو ایک مسلمان کا تعاون اور مدد ہے، اگر ساری دنیا کا مال ایک شخص کو دیدیا جائے اور وہ سارا مال اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کردے، تو یہ آدھے دن اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ نصرت اصل دعوت الی اللہ ہے اور دعوت خود جا کر پہنچانا ہے، پیغام پھنچانا دعوت نہیں ہے"۔

'মানুষ দ্বীনের কাজে আর্থিক সহায়তা করে। আর্থিক সহায়তার কারণে মুসলমানের সহায়তা হয়; দ্বীনের সহায়তা হয় না। এমন আর্থিক সহায়তা, যার কারণে শুধু ইসলামের উপকার হবে, সেটা মুসলমানের সহায়তা। আর্থিক সহায়তা কখনই দাওয়াত নয় এবং এতে ইসলামেরও সহায়তা হয় না। এটি তো শুধু একজন মুসলমানের সাহায্য-সহযোগিতা মাত্র। যদি গোটা দুনিয়ার সম্পদ এক ব্যক্তিকে দেওয়া হয় আর সে পুরো সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতে ব্যয় করে তাহলে তা অর্ধদিবস আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সমতূল্য কখনই হবে না। প্রকৃত সহায়তা হলো আল্লাহর দাওয়াত দেওয়া। আর দাওয়াত হয় নিজে গিয়ে পৌঁছুলে। বার্তা পৌঁছুনোর মাধ্যমে দাওয়াত হয় না।'

এই চয়নিকার মাঝে তিনি কল্যাণকর কাজে আর্থিক সহায়তা করাকে ইসলামের সহায়তার খাত থেকে বের করে দিয়েছেন এবং ইসলামের নুসরতকে দাওয়াতের একটি বিশেষ পদ্ধতির মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন। অর্থাৎ একমাত্র দাওয়াতই দ্বীনের নুসরত। আর দাওয়াত হলো নিজে গিয়ে গিয়ে পৌঁছানো।

বলুন, কল্যাণকর খাতে সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর আর্থিক সহায়তা করাকে ইসলামের সহায়তা বলা যাবে না? হাদিস শরিফে তো জিহাদ সম্পর্কে এমন কথাও এসেছে, مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا — 'যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে আর্থিক সহায়তা করল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল।' হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদি. প্রমূখের আর্থিক সহায়তা প্রদানের অজস্র ঘটনা সিরাতের কিতাবাদির মাঝে টইটুম্বর হয়ে আছে। তারা যুদ্ধাভিযানের প্রাক্কালে প্রচুর আর্থিক সহায়তা করতেন। এমনকি একবার নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রাদি. এর আর্থিক সহায়তায় এ পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিলেন যে, বলেছিলেন— 'আজকের পর থেকে উসমান যা কিছুই করুক, তার জন্যে ক্ষতিকর হবে না।' বলুন, দুনিয়ার কোনো অতি স্বল্প শিক্ষার অধিকারী ব্যক্তিও কি এ কথা বলার দুঃসাহস দেখাবে যে, নাউযুবিল্লাহ! এটি ইসলামের মদদ হয়নি! আজকের পৃথিবীতে আমরা সমস্যা জর্জরিত মুসলমানদের জন্যে যেই আর্থিক সহায়তা করছি, সেগুলোর ব্যাপারে কি কেউ এ কথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারবে যে, এর মাধ্যমে ইসলামের নুসরত হচ্ছে না?! ইসলাম ও মুসলমানদের নুসরতের মাঝে এই ফারাক নিঃসন্দেহে অর্থহীন ও ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী।

৫.
১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান

"مشورہ چھوڑ کر چلے جانا یہ میدان کو چھوڑ کر بھاگنے سے زیادہ سخت ہے، میدان سے آدمی بھاگتا ہے جان بچانے کے لیے اور مشورہ سے اِدمی بھاگتا ہے ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے، شجاعت ایک طبعی چیز ہے، میرے نزدیک مشورہ چھوڑ کر چلے جانا تو لی یوم الزحف سے زیادہ سخت ہے"۔

'মাশওয়ারা ছেড়ে চলে যাওয়াটা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া থেকেও মারাত্মক অপরাধ। ময়দান থেকে মানুষ পালায় আত্মরক্ষার জন্যে। আর মাশওয়ারা থেকে মানুষ পালায় নিজেকে যিম্মাদারি থেকে মুক্ত রাখার জন্যে। বীরত্ব একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। আমার মতে, মাশওয়ারা ছেড়ে চলে যাওয়া যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেয়েও কঠিন অপরাধ।'

রণাঙ্গন থেকে পালানো কবিরা গুনাহ। বিভিন্ন হাদিসে এর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ধিক্কার এসেছে। আর মাওলানা বলছেন, মাশওয়ারা ছেড়ে চলে যাওয়া এর থেকেও মারাত্মক অপরাধ। তার এই স্বকল্পিত উদ্ভাবন দেখে আমাদের তাজ্জব বোধ হচ্ছে। তিনি কোন উদ্দেশ্যে জনগণকে এমন কাল্পনিক ধিক্কার জানাচ্ছেন! এমন ভিত্তিহীন শাস্তির ভয় দেখিয়ে তিনি জনতার যেই মানসিকতা গড়তে চাচ্ছেন, তাথেকে আল্লাহ তাআলাই রক্ষা করতে পারবেন।

৬.
১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান

"اللہ پر ایمان لانے والوں کا ایک سب سے بڑا اجتماعی عمل نماز ہے، دوسرا سب سے بڑا عمل مشورہ ہے، قرآن میں نماز اور مشورے کو ایک ساتھ نقل کیا

ہے سمجھانے کے لیے، دعوت کے عمل کے لیے مشورہ ہے، چند چیزیں سمجھانے کے لیے: مشورہ نماز کی طرح اجتماعی عمل ہے، جیسے ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے اُس کی ادائے گی کی جگہ مسجد میں آنا ضروری ہے، اسی طرح مشورہ کے لیے آنا نماز کی طرح اہم اور ضروری ہے۔ جس طرح الگ نماز نہیں، الگ مشورہ نہیں، جیسے ایک مسجد میں ایک نماز (ہے)، دو نماز نہیں ہو سکتی، ایک ہی نماز میں شرکت کرنا ہی نماز کی اہمیت ہے، یہی سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح اپنے مشورہ کو سیرت پر اور سنت پر لاؤ"۔

‘আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নকারীদের সবচেয়ে বড় সম্মিলিত আমল হলো নামায। আর দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় আমল হলো মাশওয়ারা। কুরআন কারিমে নামায ও মাশওয়ারাকে একসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে মানুষকে এ কথা বোঝাতে যে, দাওয়াতের আমলের জন্যেই মাশওয়ারা। এখানে কয়েকটি বিষয় বোঝানো হয়েছে—মাশওয়ারা নামাযের মতো সম্মিলিত আমল। যেমনিভাবে সবকিছু ছেড়ে নামাযের জন্যে তা আদায় করার জায়গা মসজিদে আসা জরুরি, তদ্রূপ মাশওয়ারার জন্যে আসাও নামাযের মতো অতিগুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। যেভাবে একাকী নামায নেই, তদ্রূপ একাকী মাশওয়ারাও নেই। যেমনিভাবে এক মসজিদে একবারই নামায হয়, দ্বিতীয় জামাত হয় না। এক নামাযে অংশগ্রহণ করাই নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, এটাই সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, তদ্রূপ নিজ মাশওয়ারাকেও রাসূলের সিরাত ও সুন্নাতের কাঠামোর ওপর তুলে আনা জরুরি।’

মাশওয়ারা একটি মুসতাহাব আমল। এর গুরুত্ব আপন স্থানে অনস্বীকার্য। কিন্তু কুরআন কারিমের একটি স্থানে নামাযের সঙ্গে মাশওয়ারাকে উল্লেখ করার কারণে নামাযের সমস্ত বিধি-বিধান ও শিষ্টাচারকে মাশওয়ারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা আর এ কথা বলা যে,

যেভাবে নামাযের জন্যে মসজিদে আসা জরুরি, তদ্রূপ মাশওয়ারার জন্যেও মসজিদে আসা জরুরি। যেভাবে এক মসজিদে দু’ জামাত হতে পারে না, তদ্রূপ এক মসজিদেও দুই মাশওয়ারা হতে পারে না। এটা কত বড় নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত উদ্ভাবন! কুরআন কারিমের অজস্র স্থানে নামাযের সঙ্গে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলুন, মুফাসসিরিনে কেরাম কি নামাযের আদব ও বিধি-বিধানকে যাকাতের ক্ষেত্রেও প্রজোয্য অভিহিত করেছেন? এরই নাম তাফসির বির রায়। মুফাসসিরিনে কেরামের তাফসিরের মাঝে এমন কোনো কথা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন হলো, মাশওয়ারা সম্পর্কে এ ধরনের নিগুঢ় তত্ত্ব বয়ান করার জন্যে কুরআন কারিমের আয়াত থেকে এ ধরনের দলিলবাজির কী প্রয়োজন? আমরা নির্ভরযোগ্য তাফসির মানতে বাধ্য। নিজের পক্ষ থেকে তত্ত্ব তৈরি করা মারাত্মক ভুল। যে ভুলে কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

৭.
১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান

"سیرت میں مشورہ صرف انتظامی امور کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے، انتظامی امور میں مشورہ کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اعمال دعوت میں مشورہ ہو، یہ تو منصوص ہیں، مشورہ انتظامی امور کے لیے ہے، مسجد بنی ہے، اجتماع کرنا ہے، جگہ دیکھنی ہے، فلاں جگہ کس کو بھیجا جائے، اس کام کے لیے کسے طے کیا جائے، ان سب کا مشورہ ہے،، حضور امور جنگ کے لیے مشورہ کیا کرتے تھے"۔

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতে দেখা যায়, তিনি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তে কাজের জন্যে পরামর্শ করতেন। বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের জনেও পরামর্শ করতেন। কাজেই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে

পরামর্শ করা দরকার। শুধু দাওয়াতের আমলেই পরামর্শ হবে, এটা ঠিক নয়। এটা তো শরিয়ত নির্দেশিত বিষয়। পরামর্শ হলো ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর জন্যে। মসজিদ নির্মাণ হবে, ইজতিমা করতে হবে, জায়গা দেখতে হবে, অমুক জায়গায় অমুককে পাঠাতে হবে, ওই কাজের জন্যে কাকে চূড়ান্ত করা যায়, এই সবগুলোর জন্যে মাশওয়ারা হবে। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধাভিযানের জন্যে পরামর্শ করতেন।'

আসলে মাওলানার মতে দাওয়াতি আমল শুধু সেটাই, যা তিনি তার অতীতের তিন আকাবিরের পথ থেকে সরে এসে নতুন তরতিবে শুরু করেছেন। এটাই তার মতে দাওয়াতের আসল আমল। এটাকেই তিনি শরিয়ত নির্দেশিত অভিহিত করে থাকেন এবং এ কথা বলে বেড়ান যে, এগুলোর ক্ষেত্রে মাশওয়ারার প্রয়োজন নেই। এ কথাকে প্রমাণিত করার জন্যে তিনি বলে বেড়ান যে, পরামর্শের সম্পর্ক শুধু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতে শুধু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে মাশওয়ারা হতে দেখা যেতো।

এ কথা সঠিক যে, শরিয়ত নির্দেশিত (منصوص) বিষয়ে মাশওয়ারা চলে না। কিন্তু প্রথম প্রশ্ন হলো, যেটা শরিয়ত নির্দেশিত নয়, সেটাকে শরিয়ত নির্দেশিত বলা কতটুকু সঠিক? দ্বিতীয়ত, غير منصوص অর্থাৎ যা শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট নয়, এমন দ্বীনি বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা জমহুরপরিপন্থী সিদ্ধান্ত। দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক মুহতামিম মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানি রহ. তাঁর এক বইয়ে লিখেছেন,

"آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشورہ کا حکم تمام امور دینیہ کو شامل تھا یا صرف جنگ وقتال تک یہ حکم محدود تھا؟ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مشورہ کا حکم معرکوں اور جنگوں کی تدابیر (انتظامی امور) کے لئے مخصوص تھا؛ لیکن

جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مشورہ کا حکم تمام امورِ دینیہ کو شامل تھا، لڑائیوں اور معرکوں کی اس میں تخصیص نہیں تھی۔ جمہور ہی کی رائے راجح اور صحیح ہے"۔ (اسلام میں مشورہ کی اہمیت، حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحبؒ، سابق مہتمم دار العلوم دیوبند، جواہر الفقہ)

'প্রশ্ন হলো, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শের বিধান দ্বীনের সবগুলো বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, না শুধু যুদ্ধ ও অভিযান পর্যন্তই সীমিত? কিছু আলেম বলেন, মাশওয়ারার নির্দেশ যুদ্ধ ও অভিযান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে খাস ছিল। কিন্তু জমহুরের অভিমত হলো, মাশওয়ারার বিধান সবগুলো দ্বীনি বিষয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ ও অভিযানের সঙ্গে তা বিশেষায়িত ছিল না। এক্ষেত্রে জমহুরের অভিমতই সঠিক ও প্রণিধানযোগ্য। [ইসলাম মেঁ মাশওয়ারা কি আহমিয়ত, জাওয়াহিরুল ফিকহ]

৮.

১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ ইশা, হায়াতুস সাহাবার তা'লিম

"خروج اور نفر کے بغیر تو دعوت کا دورِ صحابہ میں کوئی تصور نہیں تھا، اس زمانے میں مسلمان خروج اور نفر کے بغیر بھی دعوت کا تصور کرنے لگا ہے؛ بلکہ خروج کے بغیر بھی دعوت کو دعوت سمجھنے لگا ہے، صحابہ نقل وحرکت پر سو فیصد مجتمع تھے، کوئی ایک صحابی بھی خروج سے مستثنی نہیں ملے گا، کوئی ایک صحابی بھی خروج سے مستثنی نہیں ملے گا، سو فیصد صحابہ نقل وحرکت پر مجتمع تھے؛ اس لئے کہ خروج اور نفر کے بغیر دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، یہ خیال کرنا کہ خروج اور نفر کا جو حکم صحابہ کے زمانے میں تھا، وہ اب نہیں ہے، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، میں اس لئے عرض کر رہا کہ کام

کرنے والوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو سالانہ خروج چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے یہ سوچ کر کہ تبلیغ میں نکلنا تو دین سیکھنے کے لئے ہے اور دین تو سیکھ لیا ہے، اس لئے کیا ضروری ہے کہ نکل کر ہی سیکھیں، اپنے مقام پر ہی سیکھ لیں، حالانکہ نقل وحرکت کا مقصد تو دعوت الی اللہ تھا، ایسا خروج کا ماحول تھا کہ منافقین بھی خروج سے اعذار کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ پھل پکے ہوئے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کبھی کہتے تھے کہ ابھی موقع نکلنے کا نہیں ہے، منافقین بھی جانتے تھے کہ خروج سے انکار نہیں کر سکتے، وہ کام سے بیٹھ جاویں گے جو یہ سمجھیں گے کہ نکلنا تو ذاتی طور پر دین سیکھنے کے لئے تھا اور دین تو سیکھ چکے"۔

'রাস্তায় বের না হয়ে দাওয়াত দেওয়া— এটা তো সাহাবায়ে কেরামের যুগে অকল্পনীয় ছিল। অথচ এখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আল্লাহর রাস্তায় বের না হয়েও দাওয়াত দেওয়া যায়। এমনকি তারা বের না হয়ে দাওয়াত দেওয়াকেও দাওয়াত মনে করছে। এদের বিপরীতে সাহাবায়ে কেরাম নকল-হরকত তথা রাস্তায় বেরুনোর ওপর শতভাগ বদ্ধপরিকর ছিলেন। এমন একজন সাহাবিও নেই, যিনি বের হননি। খুরুজ করেননি। সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই নকল-হরকত করেছেন। কারণ, বের না হয়ে দাওয়াত দেওয়া যায়, এটা তাদের কল্পনাতেও ছিল না। এটাই চূড়ান্ত সত্য। কেউ যদি মনে করে যে, রাস্তায় বের হওয়ার যেই বিধান সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল, এখন তার প্রয়োজন নেই, তাহলে তা হবে নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত কথা।

কথাগুলো বলার কারণ হলো, মেহনতকারীদের একটি অংশ প্রতিবছর আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার আমল ছেড়ে দিয়েছে এ কথা ভেবে যে, তাবলিগে সময় দিতে হয় দ্বীন শেখার

জন্যে। আর আমি তো দ্বীন শিখে নিয়েছি। কাজেই এখন আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে শেখার কী প্রয়োজন?! আমরা তো আমাদের জায়গাতে বসেই শিখতে পারব। অথচ নকল-হরকতের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া। ওই যুগে খুরুজের এমন পরিবেশ ছিল যে, মুনাফিকরাও খুরুজ থেকে অস্বীকার করতে পারতো না; তারা স্রেফ অজুহাত পেশ করতো। কখনো বলতো, প্রচুর গরম পড়ছে। কখনো বলতো, বাগানে ফল পেকে গেছে। কখনো বলতো, আমাদের বাড়ি-ঘর নিরাপদ নয়। কখনো বলতো, এখন তো সুযোগ বের করতে পারছি না। মুনাফিকরাও জানতো যে, খুরুজ অস্বীকার করার জো নেই। কাজেই যারা মনে করবে যে, ব্যক্তিগতভাবে দ্বীন শেখার জন্যেই বের হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, আর আমি তো দ্বীন শিখে নিয়েছি, সে ব্যক্তি এই মেহনত থেকে ঝরে পড়বে।'

৯.
১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ প্রদত্ত বয়ান

"یہ دعوت کی محنت یہ ایک مخصوص اور منصوص اور مسنون طریقہ محنت ہے، منصوص کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اعمال دعوت کو اعمال ہدایت قرار دیا ہے، بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کی مخالفت اور ان کا انکار اور اُس کا استخفاف محرومی کا سبب بنتا ہے؛ کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے اعمال دعوت کہ نبی کی بعثت جس طرح احکام کے ساتھ ہے، اسی طرح نبی کی بعثت اعمال دعوت پر ہے، بہت سے اعمال دعوت ایسے ہیں، جو منصوص ہیں"۔

'দাওয়াতের এই মেহনত আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত একটি বিশেষ মেহনত। এটি মেহনতের সুন্নত তরিকা। আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হওয়ার অর্থ হলো, কুরআন কারিম

দাওয়াতের আমলকে হিদায়াতের আমল অভিহিত করেছে। এমন কিছু আমল আছে, যেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করলে, অস্বীকার করলে, বা সেগুলোকে কমগুরুত্বপূর্ণ মনে করলে বঞ্চিত হতে হবে। কেননা কুরআন কারিম বিভিন্ন স্থানে দাওয়াতের আমলের কথা উল্লেখ করেছে যে, আল্লাহ যেভাবে আহকাম সহকারে নবিকে প্রেরণ করেছেন, তদ্রূপ আল্লাহ নবিকে দাওয়াতের আমলের ওপরই প্রেরণ করেছেন। দাওয়াতের অনেকগুলো আমল (منصوص) আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত।

১০.
সাম্ভাল ইজতিমায় আলেমদের মজলিসে

"اللہ تعالی کی طرف سے غیبی نصرتیں اِس راستے کی نقل وحرکت پر موقوف ہیں، اللہ تعالی کی غیبی نصرتیں اس راستے کی نقل وحرکت پر موقوف ہیں، اللہ کی طرف سے غیبی نصرتیں اس راستے کی نقل وحرکت پر موقوف ہیں، جب تک مسلمان خود جاکر دعوت نہیں دے گا، سنو! اس وقت تک اللہ کا یہ امر پورا نہیں ہوگا، اللہ کا یہ امر پورا نہیں ہوگا، جب تک مسلمان خود جاکر دعوت نہیں دیے گا، اس وقت تک اللہ کا یہ امر پورا نہیں ہوگا"۔

"دین کی اشاعت کے لیے مسلمان کا بذات خود عمل کو لے کر بھرنا بس یہی دین کی اشاعت کا ذریعہ ہے کہ مسلمان دین کی دعوت کو بذات خود لے کر بھرے، بس یہی دین کی اشاعت کا ذریعہ ہے، کسی بھی ذریعہ کو اِس کا متبادل سمجھنا بہت بڑی ناسمجھی ہے، کسی بھی ذریعہ کو اس کا متبادل سمجھنا بہت بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کہ میں نے عرض کردیا کہ اللہ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت اور نقل

وحرکت کے ساتھ مشروط ہیں، کیونکہ اللہ کے راستے میں پھرتے ہوئے دعوت دینا یہ عینِ سنت ہے، اس لیے یہ کام سنت کے مشابہہ نہیں؛ بلکہ عینِ سنت ہے، سنت کے مشابہہ نہیں؛ بلکہ عین سنت ہے، یہ اقرب الی السنۃ نہیں ہے، بلکہ عین سنت ہے"۔

"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ - غور کیا جائے اگر، تو ان مؤمنین سے بظاہر وہ علماء یا وہ حضرت مراد ہیں، جن پر امت کے کسی دینی شعبے کی ذمہ داری ہے، میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس آیت پر غور کیا جائے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نفر میں مامور ہیں، وہ امت میں وہ حضرت ہیں، جن پر کوئی امت کی دینی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں واضح کردوں گا، اس لیے کہ یہ تو بات کہیں نہیں ملتی کہ اس راستے میں سب نہ نکلیں، یہ تو کہیں نہیں ملے گا کہ اس راستے میں سب نہ نکلیں، ابی ابن کعبؓ کا ایک سال کا خروج چھوٹا، وہ سید القراء کہلاتے ہیں، ایک سال کا خروج چھوٹا، جس پر وہ حد درجہ پشیمان رہتے تھے، اس کی وجہ بھی یہ ہوئی تھی جماعت کا امیر، ذمہ دار ایک نیا کم عمر متعین کر دیا گا تھا، جس کے بارے میں ان کو خیال یہ ہوا کہ اس کی امارت میں مجھے کام نہیں کرنا، صرف وہ سال ان کے خروج کا چھوٹا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو حسرت وملامت کی کہ مجھے اس سے کیا مطلب تھا کہ ذمہ دار چھوٹا ہے یا بڑا نیا ہے یا پرانا، میں نے اس سال کا خروج کیوں چھوڑا، ان واقعات کو سامنے رکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نفر کی اصل ذمہ داری وہ امت کے اس طبقہ پر تھی، جس پر کوئی امت کی دینی ذمہ داری ڈالی گئی ہے"۔

"আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গায়বি নুসরাত এই রাস্তায় নকল-হরকতের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য সহযোগিতা এই রাস্তায় বের হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর গায়বি সহযোগিতা এই পথে নকল-হরকত করার ওপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান নিজে গিয়ে দাওয়াত না দেবে, শোনো! ওই সময় পর্যন্ত আল্লাহর এই আদেশ পূর্ণতা পাবে না। আল্লাহর নির্দেশের যথাযথ বাস্তবায়ন ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ মুসলমান নিজে গিয়ে দাওয়াত দেবে না। ওই সময় পর্যন্ত নির্দেশ অপূর্ণ থাকবে।"

"দ্বীনের প্রসারের জন্যে মুসলমান স্বশরীরে আমল নিয়ে ঘুরবে, ব্যস এটাই দ্বীন প্রসারের মাধ্যম। মুসলমান দ্বীনের দাওয়াত নিজে নিজে ঘুরে ঘুরে দেবে, ব্যস, এটাই দ্বীনের প্রসারের মাধ্যম। কোনো মিডিয়াকে এর বিকল্প মনে করা অনেক বড় নির্বুদ্ধিতা। কোনো মাধ্যমকে এর বিকল্প মনে করা অনেক বড় অজ্ঞতা। আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি যে, আল্লাহর গায়বি নুসরাত এই ব্যক্তিবিশেষের দাওয়াত ও নকল-হরকতের শর্তের ওপর নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দাওয়াত দেওয়াটাই প্রকৃত সুন্নত। এটা সুন্নতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ সুন্নত নয়, এটাই মূল সুন্নত। সুন্নতের সঙ্গে সামাঞ্জস্যশীল নয়; এটাই একক সুন্নত। এটা সুন্নতের নিকটবর্তী নয়; বরং এটাই আসল সুন্নত।"

"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই মুমিনদের মাঝে বাহ্যিকভাবে ওই সকল আলেম বা ওই সকল হযরত উদ্দেশ্য, যাদের ওপর উম্মতের অন্য কোনো শাখার যিম্মাদারি রয়েছে। আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা নিবেদন করছি। যদি এই আয়াত

গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করা হয় তাহলে বুঝে আসবে যে, এই আয়াতের মাঝে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার নির্দেশ ওই সকল হযরতকে দেওয়া হয়েছে, যাদের ওপর উম্মতের কোনো দ্বীনি দায়িত্ব রয়েছে। এজন্যে আমি এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি। কারণ হলো, 'এই রাস্তায় সবাই বের হবে না' এমন কথা তো কোথাও নেই। কোনো জায়গাতে লেখা নেই যে, এ রাস্তায় সবাই বের হবে না। উবাই ইবনে কা'ব রাদি. ছিলেন শ্রেষ্ঠতম কারী। তার এক সাল ছুটে গিয়েছিল। এই এক বছর বের না হওয়ার অনুতাপে তিনি সবসময় দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকতেন। তার ওই বছর বের না হওয়ার কারণ হলো, জামাতের আমির নির্বাচিত করা হয়েছিল একজন কমবয়স্ক লোককে। তিনি তখন মনে করেছিলেন, এই আমিরের নেতৃত্বে আমাকে মেহনত করতে হবে না। এই ভাবনার ফলে তিনি শুধু এক বছর খুরুজ করেননি। উবাই রাদি. বলেন, পরবর্তীকালে আমি সবসময় নিজেকে গাল-মন্দ করেছি, অনুশোচনা বোধ করেছি যে, যিম্মাদার ছোট না বড়, নতুন না পুরাতন— তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক! আমি কী কারণে এক সালের খুরুজ ছেড়ে দিলাম! এই ঘটনাগুলো সামনে রেখে অনুমান করা যায়— আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার মূল যিম্মাদারি উম্মতের ওই শ্রেণির ওপর, যাদের ওপর উম্মতের কোনো যিম্মাদারি বর্তানো আছে।"

এই তিন চয়নিকার মাঝে মাওলানা সাদ সাহেব জামাতের মেহনতের যেই শারঈ বিধান নির্ধারণ করেছেন তা জমহুর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মতাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মাওলানা দাবি করেছেন, মেহনতের এই খাস তরিকাই শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট, নির্দেশিত ও সুন্নতি তরিকা। তিনি জামাতে বের হওয়াকেই مقصود لعينه [শরিয়তের প্রধানতম লক্ষ্য] অভিহিত করেছেন। আর জামাতে বের না হওয়াকে মুনাফিকের আমল অভিহিত করেছেন। فلولا نفر من كل فرقة

আয়াতের তাফসির করার সময় তিনি এ দাবি তুলেছেন যে, খুরুজ বা আল্লাহর পথে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বের হওয়ার এই শারঈ আদেশের লক্ষ্য হলো সেসকল ব্যক্তি, যারা দ্বীনের কোনো যিম্মাদারি পালন করছেন।

মাওলানা এ দাবিও তুলেছেন যে, জামাতে বের হওয়ার উদ্দেশ্য দ্বীন শেখা নয়। দাওয়াত সত্ত্বাগতভাবেই শরিয়তের প্রধানতম লক্ষ্য। তার এই বক্তব্য সেই মৌলিক বিকৃতি, যার থেকে শাখা-প্রশাখা হয়ে আরো অনেক বিকৃতি জন্ম নিচ্ছে।

তাবলিগের জামাতে বের হওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আপন স্থানে অনস্বীকার্য। দাওয়াতের এই বিশেষ পদ্ধতির উপকারিতা ও প্রভাব অনেক বেশি ও গভীর। একে অন্যতম উত্তম তরিকা বলতে আমাদের একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু অসংখ্য মুফতিগণের শত শত ফতোয়া এ সাক্ষ্য বহন করছে যে, জামাতে বের হওয়া শরিয়তের مقصود لعينه [শরিয়তের একান্ত লক্ষ্য] নয়। এটি শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি মাধ্যম মাত্র। তাবলিগের ইতোপূর্বেকার শীর্ষস্থানীয় আকাবির মুরুব্বিদের অজস্র চিঠি ও লেখনীর মাঝে এ কথাই বোঝানো হতো যে, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার আসল লক্ষ্য নিজের ভেতর দ্বীনের তলব সৃষ্টি করা। এই বের হওয়াই শরিয়তের مقصود لعينه [একান্ত প্রধান লক্ষ্য] নয়। কাজেই জামাতে বের হওয়াকে শরিয়তের প্রধান লক্ষ্য অভিহিত করা আর না বেরুনোকে মুনাফিকদের আমল অভিহিত করাটা কি তার অজ্ঞতা নয়?

হযরত ফকিহুল উম্মাত মুফতি মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহি রহ. এর এই ফতোয়া পড়ে দেখুন—

"حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سیکھنا، اُس پر عمل کرنا، اُس کو دوسروں تک پہنچانا نہایت اہم اور ضروری ہے، امت نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا ہے؛ البتہ طریقہ اس کا یکساں اختیار نہیں کیا، ایک طریقہ کو سب کے لیے لازم قرار نہیں دیا، عوام تک دین پہنچانے اور اُن کے دین کو پختہ

کرنے کا ذریعہ موجودہ تبلیغی جماعت ہے، جو کہ بے حد مفید ہے اور اس کا مشاہدہ ہے؛ لیکن جو شخص دوسرے طریقے سے دین حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، اُس کو مطعون اور ملعون کرنا ہر گز جائز نہیں"۔

(فتاوی محمودیہ: ۴\۲۱۴)

'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত এই দ্বীন শেখা, এর ওপর আমল করা, অন্যদের কাছে পৌঁছানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি আমল। উম্মত এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে; কিন্তু এর জন্যে সবাই এক ও অভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। উম্মত কখনই একটি পদ্ধতিকে সবার জন্যে আবশ্যক অভিহিত করেনি। জনগণের কাছে দ্বীন পৌঁছানা এবং দ্বীনের ওপর তাঁদের সুদৃঢ় করার মাধ্যম হলো, প্রচলিত তাবলিগ জামাত। যা সীমাহীন উপকারী। এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো পদ্ধতিতে দ্বীন অর্জন করে ও অন্যদের কাছে পৌঁছায় তাহলে তাকে এ নিয়ে গালমন্দ করা ও লানত করা কখনই জায়েয হবে না। [ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া : ৪/২১৪]

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ সালমান মানসুরপুরি হাফিযাহুল্লাহ মাসিক নিদায়ে শাহি পত্রিকার ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় دین کسی خاص شعبہ میں منحصر نہیں [দ্বীন কোনো বিশেষ শাখায় সীমাবদ্ধ নয়] শিরোনামে একটি বিশদ প্রবন্ধ লিখেছেন। পড়ে দেখুন। আমরা সেখান থেকে কয়েকটি নির্বাচিত প্যারা নকল করছি—

"دعوت الی اللہ کی مخصوص شکل اور طرز کی افادیت اور تاثیر کی وضاحت کی جاسکتی ہے؛ لیکن کسی کو اُس کا اس طرح پابند نہیں بنایا جاسکتا جیسے احکام قطعیہ اور نصوص قرآنیہ کا"۔

" یہ ظاہر ہے کہ اصل مقصود تو منصوص اور قطعی اور قرآن وسنت سے ثابت ہے، اُس سے انحراف کرنا قرآن وسنت کے حدود سے نکلنا ہے؛ لیکن نظام

عمل اور تنظیمی اصول و قواعد نہ منصوص ہیں، نہ اُن کا اتباع از روئے شرع ہر شخص کے لیے ضروری ہے؛ بلکہ جماعت کے ذمہ داروں نے اُن کو اختیار کیا ہے"۔

"دین کی دعوت واشاعت بلا شبہ مقصود ہے؛ لیکن اُس کا کوئی خاص طریقہ شرعاً متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ضرورت، تقاضہ اور زمانے کے اعتبار سے اُس کی صورتیں مختلف ہوسکتی ہیں، مثلا : جہاد، وعظ وخطابت، درس وتدریس، تصوف و احسان، اور افتاء وتصنیف وغیرہ، ان سب پر جزوی یا کلی طور پر دعوت کا مفہوم صادق آتا ہے، اگر کوئی دعوت و تبلیغ کے مفہوم کو صرف ایک خاص طریقہ کار تک محدود کرلے، تو یہ غلو اور زیادتی کی بات ہوگی، جو شرعاً قابل قبول نہیں ہے"۔

"আল্লাহর পথে দাওয়াতের জন্যে বিশেষ ধরণ ও পদ্ধতির উপকারিতা ও প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে বাঁধা নেই; কিন্তু কাউকে একাজের জন্যে এমনভাবে বাধ্য করার সুযোগ নেই, যেভাবে শরিয়তের অকাট্য বিধান ও কুরআনি নুসুসের জন্যে বাধ্য করা যায়।"

"এ কথা স্পষ্ট যে, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য সেগুলো, যা অকাট্যভাবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রমাণিত ও আদিষ্ট। এর থেকে সরে আসার অর্থ, কুরআন ও সুন্নাহর সীমারেখা থেকে বেরিয়ে আসা; কিন্তু এর জন্যে কোনো বিশেষ ধরন ও কার্যপদ্ধতির মূলনীতি ও নীতিমালা কুরআন-সুন্নাহর কোথাও বর্ণিত ও আদিষ্ট নেই। কাজেই সেই ধরন ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে সবাইকে বাধ্য করা যাবে না, এটাই শরিয়তের নির্দেশ। সংগঠনের দায়িত্বশীলদের জন্যে তা বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে।"

"দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচার নিঃসন্দেহে লক্ষ্য; কিন্তু শরিয়ত এই দাওয়াত ও প্রচারের জন্যে কোনো বিশেষ পদ্ধতি

নির্ধারণ করে দেয়নি। প্রয়োজনীয়তা, যুগচাহিদা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি বিচার করে এই দাওয়াত ও প্রচারের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন, জিহাদ, ওয়ায, বক্তৃতা, পাঠদান-শিক্ষকতা, তাসাওউফ-ইহসান, ফতোয়া দেওয়া, বই লেখা ইত্যাদি— এগুলোর প্রতিটির ওপর আংশিক ও সামগ্রিক—উভয় ভাবেই দাওয়াতের অর্থ প্রজোয্য হবে। এখন যদি কেউ দাওয়াত ও তাবলীগের অর্থকে শুধু একটি বিশেষ কার্যপদ্ধতির ওপর সীমাবদ্ধ করে ফেলে তাহলে তা অতিরঞ্জন ও সীমালঙ্ঘন হবে। শরিয়ত কখনই এর অনুমোদন করে না।"

১১.
১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান

"اگر ہم نے یہ سوچا کہ یہ نیا طریقہ جاری ہوگیا، تو براہ راست صحابہ کا انکار ہوگیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يتْلى فِي بُيُوْتِكنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ، عورتیں گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت، آیتوں کا مذاکرہ کیا کریں"۔

'যদি আমরা মনে করি যে, নতুন তরিকা চালু হয়েছে, তাহলে তা সরাসরি সাহাবীদের অস্বীকার ও অবাধ্যতা হবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন, وَاذْكُرْنَ مَا يتْلى فِي بُيُوْتِكنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ মহিলারা ঘরে সম্মিলিতভাবে কুরআন তিলাওয়াত ও আয়াতের মুযাকারা করবে।'

মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ঘরের মহিলারা সম্মিলিতভাবে কুরআন শেখা ও শেখানোর আসর বসানো— এটি শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট আমল। মহিলারা একাকী কুরআন শিখলে যথেষ্ট হবে না; বরং কুরআনের আসর বসাতে হবে। তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি এতোটা

কঠোরতার সঙ্গে লালন করেন যে, এটাকে তিনি শরিয়তের অকাট্য নির্দেশিত আমল অভিহিত করে থাকেন। দলিল হিসেবে কুরআনের উল্লিখিত আয়াত পেশ করেছেন। অথচ এ আয়াতের তাফসিরে মুফাসসিরিনে কেরাম এ ধরনের কথা কোথাও বলেননি। আয়াতের সঠিক তাফসির জানতে বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন দেখুন।

মহিলাদের কুরআন শিখতে হবে, পড়তে হবে— এই প্রয়োজনীয়তা আপন স্থানে অনস্বীকার্য। কিন্তু সম্মিলিতভাবে কুরআন কারিমের আসর কায়েম করাকে এ আয়াতের প্রতিপাদ্য অভিহিত করে সেটাকে মানসুস বা শরিয়ত নির্দেশিত অকাট্য আমল অভিহিত করা আর আসর না জমানোকে সাহাবীদের আমল অস্বীকারকারী অভিহিত করা নিঃসন্দেহে ভুল।

১২.
১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান

"اب تو جیبوں کے اندر موبائل بجتے رہتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، سارا گانا بجانا ان موبائلوں کے ذریعے مسجدوں میں آگیا، حالانکہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ نماز توڑ دے اور موبائل بند کرے، ورنہ دوسروں کی نماز کے خلل کا گناہ اُس شخص کو ملے گا، جس کے جیب میں موبائل بج رہا ہوگا، سارے نمازیوں کے نماز کے خلل کا گناہ تنہا اُس شخص کو ملے گا، اُس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے نماز توڑ دے اور موبائل بند کرے، یہ نہیں کہ نماز میں ہوں کیسے بند کروں"۔

"এখন তো একদিকে পকেটে পকেটে মোবাইল বাজে। আর অন্যদিকে নামায চলে। এই মোবাইলে ভর করে সমস্ত গান-বাজনা মসজিদে চলে এসেছে। অথচ এমন ব্যক্তির কর্তব্য ছিল, সে নামায ভেঙ্গে মোবাইল বন্ধ করবে। নয়তো অন্যদের নামায বিঘ্নিত করার গুনাহ ওই ব্যক্তির ওপর

বর্তাবে, যার পকেটে মোবাইল বাজছে। সব নামাযির নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করার গুনাহ একাকী ওই ব্যক্তিকে বহন করতে হবে। তার করণীয় হলো, সে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে নামায ভেঙ্গে মোবাইল বন্ধ করবে। এমনটা কখনই ভাববে না যে, নামায পড়া অবস্থায় কীভাবে বন্ধ করব!"

বর্তমান যুগে যেভাবে মোবাইলের অপব্যবহার হচ্ছে এবং অনেক সময় নামাযের ভেতর মোবাইল বেজে ওঠার কারণে চরম বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এ সম্পর্কে মাওলানার কঠোর তিরস্কার নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কিন্তু তিরস্কার করার সময় তিনি মোবাইল বন্ধ করার জন্যে পুরো বিশদ বিবরণী না বলে, শুধু নামায ভেঙ্গে ফেলার যেই ফতোয়া তিনি চালিয়ে দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে ভুল ও বরাবরের মতো সীমালঙ্ঘন।

এক্ষেত্রে মাসআলার বিবরণ হলো, নামায চলাকালে মোবাইলের রিংটোন বেজে উঠলে যদি অল্প আমলের মাধ্যমে রিংটোন অফ করা সম্ভব হয় তাহলে তা অফ করবে। আর যদি রিংটোন অফ করার জন্যে আমলে কাসিরের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন দেখতে হবে, রিংটোন ক্ষীণ আওয়াজে হচ্ছে, না প্রকট শব্দে হচ্ছে। যদি ক্ষীণ শব্দে বাজতে থাকে তাহলে আপন অবস্থায় রেজে বাজতে দেবে। এমতবস্থায় নামায ভাঙ্গা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি অশ্লীল ধরনের গান-বাজনা হয় অথবা মিউজিক বাজতে থাকে, যা নামাযরত ব্যক্তির মনোব্যাঘাত ও বিশৃঙ্খলার কারণ হবে আর পরিস্থিতি এমন হয় যে, আমলে কাসির ব্যতিরেকে তা বন্ধ করা সম্ভব নয় তখন অন্য নামাযি ব্যক্তিদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করা থেকে আত্মরক্ষার্থে নিজের নামায ভেঙ্গে মোবাইল বন্ধ করার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাওয়ালি মসজিদ হলো গোটা পৃথিবীর জন্যে মারকায ও প্রাণভোমরা। যদি সেখান থেকে ভুল-বিভ্রান্তিকর মাসআলা প্রকাশ পাওয়া শুরু করে, যদি সেখানকার দায়িত্বশীল নিজের সীমার বাইরে গিয়ে মুফতির আসনে বসে উম্মতকে না জেনে মাসআলা বলা শুরু করে তাহলে এই ভুল তথ্যের পরিণতিতে কী পরিমাণ মন্দপ্রভাব পড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৩.
১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান

"یہ عالمی مرکز کا عالمی مشورہ ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں کہ عالمی مشورہ الگ ہے اور عالمی مرکز الگ ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، قیامت تک ممکن نہیں ہے؛ کیونکہ یہ عالمی مرکز ہے اور تا قیامت مرکز ہے"۔

"এটা বিশ্ব মারকাযের বৈশ্বিক পরামর্শ। বিশ্ব মারকায এক জিনিস, আর বৈশ্বিক পরামর্শ আরেক জিনিস, এভাবে বিভাজনের সুযোগ নেই। এটা কখনো সম্ভবই নয়। কিয়ামত পর্যন্তও সম্ভব নয়। কেননা এটি বিশ্ব মারকায। কিয়ামত পর্যন্ত এটি মারকায।"

সন্দেহ নেই, মহান আল্লাহ এই দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত বাকি ও নিরাপদ রাখার অঙ্গীকার করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীন নিজ প্রাকৃত অবয়বে অক্ষুণ্ন থাকবে, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু কোনো বিশেষ জামাত বা বিশেষ স্থানের হিফাযতের অঙ্গীকার ইসলামের কোথাও বর্ণিত ও আদিষ্ট নেই। বাংলাওয়ালি মসজিদের ব্যাপারে মাওলানা যে দাবি করেছেন, "এটা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে" নিঃসন্দেহে এটি সীমালঙ্ঘন। গায়বের ইলম একমাত্র আল্লাহই জানেন।

[মাসিক নিদায়ে শাহি ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যায়
মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ সালমান মানসুরপুরি হাফিযাহুল্লাহ
লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।]

১৪.
আরেকটি বয়ান

"আসহাবে কাহাফের সঙ্গে কুকুর ছিল না, বাঘ ছিল।"

এক বয়ানে তিনি এই বিবরণীও দিয়েছেন। সেখানে তিনি যদিও জমহুরের এ অভিমত নকল করেছেন যে, আসহাবে কাহাফের সঙ্গে কুকুর ছিল; কিন্তু পাশাপাশি কয়েকবার এ কথাও বলেছেন যে, 'বাঘের

কথাও মুফাসসিরিন লিখেছেন'। [অল্প কদিন আগে তিনি এ বয়ান করেছেন। যা এখন লোকমুখে বেশ চর্চিত।]

যদি কুরআন কারিমের সবগুলো আয়াতের তাফসিরে 'অপ্রণিধানযোগ্য অভিমতগুলো' অনুসন্ধান করা শুরু হয় তাহলে সম্ভবত কুরআন কারিমের একটি আয়াতও নিরাপদ থাকবে না। তখন এক পর্যায়ে সবগুলো আয়াতের প্রণিধানযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য অর্থ সন্দেহ ও সংশয়ের ডামাঢোলের আড়ালে হারিয়ে যাবে। তাফসিরের বিভিন্ন কিতাবে 'কুকুরের স্থলে' এক অভিমত তো এটাও পাওয়া যায় যে, সে 'মানুষ' ছিল।

সারকথা

এ সকল বয়ান থেকে এ কথা পরিষ্কার বুঝে আসে যে, দারুল উলুম দেওবন্দের সঙ্গে দীর্ঘদিন চিঠি আদান-প্রদান এবং জনগণের মাঝে রুজুর কথা প্রসিদ্ধ করে দেওয়ার পরও মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের আলোচনার গতি-প্রকৃতি বদলায়নি; বরং পূর্বের মতো সেই স্বেচ্ছাচারী মুক্ত ইজতিহাদ; ভুল দলিলবাজি ও উদ্ভাবন; কুরআন কারিমের বিভিন্ন আয়াতের পরিত্যাজ্য ও অপ্রণিধানযোগ্য ব্যাখ্যা; তাফসির বির রায়; সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর বিভিন্ন ঘটনা থেকে ভুল ফলাফল উদ্ভাবন করে জামাতের মেহনতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া; একটি বিশেষ কর্মপদ্ধতিকে প্রকৃত সুন্নাত অভিহিত করা; এমনকি এটাকেই আল্লাহর নির্দেশ সাব্যস্ত করা; এ কাজ না করার কারণে বিভিন্ন শাস্তি ও তিরস্কারের হুমকি শোনানো; জামাতে বের হওয়াকে কুরআন কারিমের বিশেষ পরিভাষা 'নাফির' এর প্রতিপাদ্য অভিহিত করে বর্তমান পদ্ধতিতে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াকে দ্বীনের প্রধানতম উদ্দেশ্য অভিহিত করা ও এ কথা বলা যে, প্রচলিত খুরুজকে ছেড়ে দিলে আল্লাহর নির্দেশ অপূর্ণ থেকে যাবে; মোটকথা এমন অজস্র নতুন নতুন ভিত্তিহীন কথা গুরুত্বের সঙ্গে বয়ানে উপস্থাপন করা তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। নিয়মিত এ জাতীয় কথা তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে।

এ সকল বয়ান থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয় যে, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব একটি বিশেষ মতাদর্শের অধিকারী হয়ে উঠেছেন। তিনি দাওয়াতের একটি বিশেষ সিস্টেমকে নিজের মনের মাঝে গেথে নিয়েছেন এবং তার আলোকে তিনি কুরআন ও হাদিসের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করে ভিত্তিহীন ভুল পরিণতি বের করে জনগণের মাঝে চালিয়ে দিচ্ছেন। তার চিন্তাধারা সংশোধনের একটাই পথ। তা হলো, প্রথমত তাকে জ্ঞানগত বিষয়ে হকপন্থী উলামায়ে কেরামের অনুসারী হয়ে চলতে হবে। দ্বিতীয়ত এই মেহনতের পূর্ববর্তী তিন আকাবির-হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. ও হযরতজি মাওলানা মুহাম্মদ ইনআমুল হাসান রহ. প্রমূখের সংশ্রবপ্রাপ্ত বুযুর্গগণকে নিজের উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক জ্ঞান করে পুরনো পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে হবে।

সাদ সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ানের ফলে জনগণ কী শিখছে?

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের মুখ থেকে যে বয়ানগুলো শোনা যাচ্ছে এবং তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে যে ধরনের বই-পত্র প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলোর কারণে জনমনে কী প্রভাব পড়ছে, তার খানিকটা চিত্র আমি উলামায়ে কেরামের খিদমতে পেশ করছি। আমি চেষ্টা করব, পুরো আলোচনা সতর্কতা ও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণমূলক রূপে উপস্থাপন করতে। এরপরও যদি মানবিক দুর্বলতার কারণে কোথাও আমি বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ির শিকার হই তাহলে উলামায়ে কেরাম ও গুণীমহল আমাকে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ শুধরে নেব।

১.

খুবই সঙ্গোপনে মানুষের মনে এই ধারণা গজিয়ে উঠছে যে, দ্বীনের বোধ, দ্বীনের ব্যথা-বেদনা ও অনুভূতি স্রেফ এই বিশেষ পদ্ধতির মেহনতের মাঝে সীমিত। অর্থাৎ বিশেষ সীমারেখার মাঝে নির্ধারিত আছে। বিভিন্ন কথা ও পদক্ষেপের মাঝে সেই মনোভাব এমনভাবে প্রকাশ পায় যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হবে– মাওলানা ও তার অনুসারীগণ একটি বিশেষ ফেরকার আকার ধারণ করে চলেছেন।

২.

মাওলানা ও তার অনুসারীদের বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় ও চিত্তাকর্ষক শ্লোগান হলো, সাহাবায়ে কেরামের সিরাত। এখন এই মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের পর থেকে অদ্যাবধি অন্য কেউ দাওয়াতের কাজ সাহাবায়ে কেরামের সিরাত থেকে এমন

ভাবে প্রমাণিত করতে পারেনি, যেমনটি মাওলানা পেরেছেন। মাওলানার মানসিকতা হলো, আমরা বর্তমান বা অতীতের কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে দাওয়াতের কাজ বুঝবো না, বুঝবো সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ থেকে। তিনি প্রায় সবগুলো বয়ানে কথাটি বলে থাকেন।

নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরামের সিরাত আমাদের আদর্শ ও মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরামের ইলম ও আমল সত্যের মাণদণ্ড। কিন্তু সেখান থেকে হক্কানি উলামায়ে কেরামের উদ্ভাবনকৃত পরিণতিই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। সাহাবায়ে কেরামের সিরাত থেকে শিক্ষা ও উপলব্ধি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মাওলানা যেভাবে নিজের স্বকল্পিত অভিমত ও স্বেচ্ছাচারী রায় চালিয়ে দিয়েছেন, তার সঙ্গে উলামায়ে কেরাম তীব্র দ্বিমত পেশ করেন। তার বিভিন্ন উদ্ভাবন দেখে এ কথা সবার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শের সঙ্গে মাওলানার উদ্ভাবিত কথাগুলোর দূরতম সম্পর্কও নেই। তার উদ্ভাবিত অভিমতগুলো একজন অদক্ষ ও অগভীর বিশ্লেষকের বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, মাওলানার কাছে মহান পূর্বসূরীদের উদ্ভাবনের মূলনীতি ও নস বোঝার ধরন— কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই সেই মূলনীতি ও ধরনের আলোকে তারা যেসব শিক্ষা ও ফলাফল বের করেছেন, সেগুলোও গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই তিনি শরিয়তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার সময় পূর্বসূরীদের উপস্থাপিত শিক্ষা ও উপলব্ধিকে শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের চিন্তালব্ধ শিক্ষার অধিক মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক নন।

বাস্তবতা হলো, একজন মেধাবী মানুষ আল্লাহর কালাম, রাসুলের হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের সিরাত থেকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিরুচি অনুসারে যেমন ইচ্ছা উদ্ভাবন করতে পারবে। এমনকি এগুলো দিয়ে কেউ ক্যামিস্ট্রি ও বিজ্ঞানের গুপ্তরহস্যও উন্মোচন করতে পারবে। এ কারণেই বলা হয়েছে,

يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهِ كَثِيْرًا.

"এর মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে বিভ্রান্ত ও অনেককে পথপ্রাপ্ত করেন।"

সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ থেকে পরিণতি উদ্ভাবন ও শিক্ষা আবিষ্কার করা, আর এরপর নিজের ভুল উপলব্ধিকে উলামায়ে কেরামের কাছে উপস্থাপন না করেই চালিয়ে দেওয়া এবং জনগণের মাঝে কঠোরতার সঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া খুবই বিপদজনক পথ।

আল্লাহ না করুন, যদি এ ধরনের চিত্র অব্যাহত থাকে তাহলে উলামায়ে কেরাম মনে করেন, এই তাবলিগি জামাতের পরিণতি অবিকল সেই সংগঠনগুলোর মত হবে, যেগুলো আপন আপন যুগে অভ্যুদয়ের সময় কোনো না কোনো মুখরোচক ইসলামি শ্লোগান তুলে আত্মপ্রকাশ করেছিল; কিন্তু অবশেষে কোনো অশুদ্ধ লক্ষ্যের দোরগোড়ায় এসে ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ, ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন মতবাদের ওপর জোরপূর্বক অবস্থানের পরিণতিতে উম্মতের মাঝে বিভেদ, বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা ও সমূহ ফেতনা প্রকাশ পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসে এর অসংখ্য নজির রয়েছে।

পূর্বেও এ ধরনের মুখরোচক শ্লোগান উম্মতের মাঝে উচ্চারিত হয়েছে। ফলাফল দাঁড়িয়ে ছিল, প্রথমে কিছু লোক শ্লোগানে মুগ্ধ হয়ে পিছু ছোটে; কিন্তু পরবর্তীকালে বাস্তবতা বুঝতে পেরে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু তত দিনে পারস্পরিক মতবিরোধ, পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান, বিশৃঙ্খলা ও সর্বগ্রাসী অস্থিরতার ফেতনায় উম্মতের অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

এক্ষেত্রে জমহুর হকপন্থীদের সতর্ক অবস্থান কী হওয়া উচিত, সেটা প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. পূর্বেই জানিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন,

"সবসময় তোমার থেকে পূর্ববর্তীদের অভিমত প্রাধান্য দেবে ও অবলম্বন করবে। কেননা তারা তোমার থেকে অধিক জ্ঞানী ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী ছিলেন।'

এজন্যেই দেখা যায়, সবসময় পরবর্তী নবি তাঁর পূর্ববর্তী নবিদের অবস্থান সমর্থন করতেন, সত্যায়ন করতেন, প্রশংসা করতেন। নবিদের পর যে সকল মুজাদ্দিদ নবিদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁদের জীবনীতেও দেখা যায়, সবসময় পরবর্তীজন পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, অনুসরণ, অনুকরণ ও সমর্থন জানিয়ে মেহনত করেছেন। দার্শনিকদের অবস্থা হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত। দেখা যায়, পরবর্তী দার্শনিক সাধারণত তার পূর্বের দার্শনিকদের অবস্থান খণ্ডন, অপনোদন ও ত্রুটি-ব্যবচ্ছেদের কাজ করে থাকেন। এমনকি সে তার দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে প্রচার করার জন্যে পূর্ববর্তী দার্শনিকদের প্রত্যাখ্যান ও অবস্থান খণ্ডনের কাজ আবশ্যক মনে করে থাকেন।

৩.

সাদ সাহেবের প্রচারণার ফলে জনগণের মাঝে এই মানসিকতাও আশঙ্কাজনক হারে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে যে, দাওয়াত ও তাবলিগের ক্ষেত্রে অন্য কোনো আলেমে দ্বীন আমাদের আস্থাযোগ্য নন। কাজেই দাওয়াতের মেহনতের জন্যে অন্য কোনো আলেমের শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যেকোনো বিষয়ে দুটি পথ। এক. সাদ সাহেব নিজেই ইজতিহাদ করবেন। দুই. মেহনত সংশ্লিষ্ট কোনো আলেমের দ্বারস্থ হবেন। অথচ বাস্তব চিত্র হলো, এই দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতে যাদেরকে 'বড় আলেম' বলা হয়ে থাকে, তারা সাদ সাহেবের পক্ষে বলতে গিয়ে কুরআন ও হাদিসের এমন উদ্ভট ব্যাখ্যা করেছেন, যেগুলোকে ইলমি খিয়ানত বা জ্ঞানগত অসততাও বলা যেতে পারে, বা তাদের বিদ্যের দৌড়ও বলা যেতে পারে!

৪.

দ্বীনের অনেক বড় শাখা হচ্ছে তাসাওউফ, সুলুক ও ইহসান। সাদ সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ানের কারণে এই শাখা সম্পর্কে জনগণের মনে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু ভুল বুঝাবুঝিই নয়; কুধারণা ও ঘৃণা সৃষ্টি হচ্ছে। মাওলানার বয়ানের ফলে এখন সংশ্লিষ্ট সদস্যদের

দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সুফিয়ানে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরাম সচেতনতার সঙ্গেই হোক, বা অবচেতন মনেই হোক, দাওয়াত ত্যাগ করার অপরাধে অভিযুক্ত। হতে পারে, এ জামাতের কিছু সতর্ক আলেম এই মানসিকতা থেকে মুক্ত; নয়তো অধিকাংশ সদস্য এখন এ মানসিকতা লালন করছেন।

অথচ তাসাওউফের চারটি সিলসিলার শেকড় কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত। মহান পূর্বসূরী থেকে শুরু করে বর্তমান উত্তরসূরী পর্যন্ত কেউই এই মেহনত বর্জন করেননি। তাঁদের মধ্যে এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছে যে, যাঁদেরকে উম্মত 'দ্বীনের মুজাদ্দিদ' উপাধীতে স্মরণ করে থাকে।

তাসাওউফ প্রত্যাখ্যান ও অপনোদনের কারণে এখন এই জামাতের সদস্যরা বুযুর্গানে দ্বীনের সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে। মাওলানার খুব কাছের এক আলেম তার বয়ানের মাঝে আউলিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন এমন বাক্য উচ্চারণ করেছে, যা এখানে উল্লেখ করার যোগ্য নয়। যেহেতু কুফরি কথা নকল করা কুফরি নয়; এজন্যে স্রেফ নজির হিসেবে একটি বাক্য আপনাদের সামনে পেশ করছি। তিনি বলেছেন,

> "اولیاء اور صوفیوں نے دین کا ایسا نقصان کیا ہے کہ (نعوذ باللہ) اُن کو قبروں سے نکال کر خبر لینی چاہیے، وہ لوگ بس آرام وراحت کرتے رہے اور امت گمراہ ہوتی رہی"۔
>
> 'আউলিয়া ও সুফিরা দ্বীনের এমন ক্ষতি করেছেন যে, (নাউযুবিল্লাহ) তাদেরকে কবর থেকে বের করে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। তারা নিজেরা শান্তি-সুখে বিশ্রাম নিচ্ছেন আর উম্মত গুমরাহ হচ্ছে।'

৫.

মানুষের মনে এই মানসিকতাও সৃষ্টি হয়েছে যে, বর্তমানে যারা ইলম ও আমল, ফিকির ও ইখলাস, দ্বীনের গভীর জ্ঞান ও বুৎপত্তি অর্জন

করার মাঝে নিমগ্ন রয়েছেন, দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে যারা সম্মানিত, যাদের অষ্টপ্রহর ইবাদত ও অধ্যয়নে কেটে যায়, তাদের সঙ্গে জামাতের সদস্যদের এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে।

৬.

মাওলানা যখন তার সঙ্গে মতবিরোধকারীদের কথা আলোচনা করেন তখন এমন অবস্থান গ্রহণ করেন যে, কেমনযেন তিনি নবিদের কাতারে আছেন। বিরোধীদের তিনি কাফের, মুশরিক, মুনাফিকদের সারিতে কল্পনা করে তাদের উত্তর দেন। এমন অবস্থানের কারণে মাঝে মাঝে দেখা যায়, তিনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন এবং নিজেকে আদর্শের জায়গা থেকে বিচ্যুত করে ফেলছেন, তার কথা শুনলে এমনটি অনুভূত হয়।

৭.

তার অনুসারীরা তাকে নিস্কলুষ আদর্শ, সেরা মুহাদ্দিস ফকিহ ও মুফাসসির; এমনকি মুজাদ্দিদের আসনে রাখতে শুরু করেছেন। এখন বলুন, কাউকে যদি মুজাদ্দিদ ও নিষ্কলুষ আদর্শ ভাবা শুরু হয়, তাহলে কেন তার বিচ্ছিন্ন ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বয়ংক্রীয়ভাবে অন্যদের মাঝে অনুপ্রবেশ করবে না! যার পরিণতিতে এখন তাবলিগ জামাতের অভ্যন্তরে বিভক্তি, তীব্র ক্ষয়-ক্ষতি ও উম্মতের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে চলেছে।

৮.

এ সময় যারা মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে আছেন, তাদের পক্ষ থেকে নিয়মিত এমন কিছু লেখা ও বয়ান সামনে আসছে, যেখানে বিভিন্ন স্থানে অনিয়ন্ত্রিত আবেগভরা শব্দ, মনের খায়েশ মেটানো বিষয়বস্তু, গালি-গালাজ, বিদ্রূপ এমনকি বদদুআভরা বাক্যও বলা হচ্ছে। প্রবন্ধের শব্দাবলির বর্বরতা ও শিরোনামের অশ্লীলতা এ প্রমাণ বহন করছে যে, তারা একটি বিশেষ অস্থির মনোবৃত্তি, ভিন্ন অভিরুচি

ও বিচ্ছিন্ন মানসিকতা লালন করছেন। সবগুলো প্রবন্ধে মূল বিষয়বস্তুর ওপর গভীর ও আন্তরিক আলোচনার অভাব প্রকট আকারে পরিলক্ষিত হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের মহান পূর্বসূরি, জমহুর উম্মাহ ও আহলে হকের মানসিকতা সম্পর্কে সামান্যতম অবহিতও হয়ে থাকেন, তিনি অবশ্যই মাওলানা ও তার সমমনাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের থেকে পূর্ণ ভিন্ন দেখতে পাবেন।

৯.

অনেক সময় তার পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক প্রজ্ঞাপনও সাঁটানো হয়েছে। কিন্তু একটি জ্বলজ্যান্ত বাস্তবতা হলো, ব্যক্তি বা সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির সত্যিকারের প্রকাশ কখনই তাদের সতর্কতার সঙ্গে রচিত ঘোষণা ও প্রজ্ঞাপনে ফুটে উঠে না। বরং সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকদের কর্মকাণ্ড ও আচরণ, তাদের জ্ঞান ও বোধ এবং তাদের ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় আকাবির আলেমদের আস্থার মাত্রাই মূল মানদণ্ডের ভূমিকা পালন করে থাকে।

১০.

খালেস ইলমি ও পারিভাষিক বিষয়– যা স্রেফ আলেমগণই বুঝতে সক্ষম। জনগণের বোধশক্তির ঊর্ধ্বের বিষয়; বরং তা জানা সাধারণ জনগণের জন্যে ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতিকর। এমন বিষয়গুলোও জনসাধারণের মজলিসে বলা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, যারা এখন পর্যন্ত প্রাথমিক বিষয়গুলো জানে না, তারা কীভাবে হাদিস ও ফিকাহর পরিভাষাগুলো গলধঃকরণ করতে পারবে!

১১.

এ কথা বলে উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত মুসলিমগণের আমল সঠিক ছিল না। এ কথা বলে তিনি যেমন অন্যদের সব অবদান অস্বীকার করছেন, তেমনি সম্পর্ককে জটিলতার দিকে ঠেসে ধরছেন।

১২.

তাদের মনে রাখা দরকার যে, অনুগতদের আধিক্য ও বিপুল জনসংখ্যার সম্পৃক্ততার কারণে তারা যেন ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয়। হাদিসে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি বলা হয়েছে যে, গ্রহণযোগ্যতা সমাজের খাওয়াস [বিশেষ শ্রেণি] থেকে শুরু হয়ে আওয়াম [সর্বসাধারণ] পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে। গ্রহণযোগ্যতা সর্বসাধারণ থেকে শুরু হয়ে খাওয়াস পর্যন্ত পৌঁছুবে, এমনটি অবান্তর।

সারকথা

মাওলানা ও তার অনুরক্তদের বর্তমান চিন্তাধারার কারণে তাদের ওপর থেকে হক্কানি আলেমদের আস্থা বিদায় নিতে শুরু করেছে। যখন একজন সাধারণ মানুষ এ কথাগুলো শুনবে যে, 'সালেহিন সুফি ছিলেন বটে; কিন্তু দ্বীনের সহায়তাকারী ছিলেন না। শুধু নিজে গিয়ে কথা পৌঁছানোর নাম দাওয়াত। দাওয়াতই দ্বীনের একমাত্র নুসরত। আর্থিক সহায়তার কারণে ইসলামের নুসরত হয় না। স্থানীয় মারকায ছেড়ে ফিরে যাওয়া ইরতিদাদ-ধর্মত্যাগ। মাশওয়ারা ছেড়ে যাওয়া রণাঙ্গন ত্যাগ করার চেয়েও মারাত্মক। বুযুর্গানে দ্বীন কারামতসর্বস্ব ছিলেন, মেহনতকারী ছিলেন না। দাওয়াতকে সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকে সরাসরি বুঝতে হবে। অতীত বা বর্তমানের কোনো ব্যক্তিত্ব থেকে ফায়দা গ্রহণ করা ও তাদের আলোচনা করার অর্থ উঁচু স্তর থেকে নিম্নস্তরে পতন। বাস্তবতা হলো, এমন নতুন নতুন বক্তব্য পেশ করে মুগ্ধতা ছড়ানো যাবে। এগুলোর কারণে স্রেফ এতটুকুই হবে যে, নিজের সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হবে– 'আমিই আসল দাঈ।'

সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন

ইলমের দৃষ্টিকোণ ও আমলের দৃষ্টিকোণ— উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও অপরিবর্তনশীল ধর্ম। কাজেই ইসলামের জ্ঞানসীমায় যেমন কোনো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও ভিনদেশি জ্ঞানের অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই, তদ্রূপ তার আমলের সীমারেখার মাঝেও অন্য কোনো নতুন আমলের অনুপ্রবেশের পথ নেই। এখানে প্রতিটি জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ। তদ্রূপ প্রতিটি আমলও সর্বজন বিদিত ও সুনির্ধারিত। যদি ইলম ও আকিদার পথ বেয়ে নতুন কোনো জিনিস অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে তাহলে তার ওপর বিদআত ও গুমরাহির সিলমহর স্বয়ংক্রীয়ভাবে লেপ্টে যাবে এবং তা বের করে বাইরে ছুড়ে ফেলা হবে। আর যদি আমলের পথ বেয়ে কোনো অভিনব জিনিস অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে তাহলে তা বিদআত ও ফিসক সাব্যস্ত হয়ে পরিত্যাজ্য হবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

(سورة النساء : ١١٥)

> যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। [সূরা নিসা : ১১৫]

এ আয়াত থেকে বুঝে আসে— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের যেই ইলমি ও আমলি পথ নির্ধারণ করেছেন এবং যার ওপর সকল ঈমানদারগণ চলছেন

তার থেকে সরে আসা খুবই বিপদজনক। কেউ যদি কোনো ক্ষেত্রে সরে যায়, অল্পবিস্তর বাঁকা পথে অবতরণ করে সেও বিপদের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ নয়। কুরআন, সুন্নাত ও জমহুর উম্মাত থেকে সামান্যতম সরে পড়াই ব্যক্তির জন্যে কঠিন বিপদ বয়ে আনতে পারে।

কোনো ব্যক্তি যদি গুনাহকে গুনাহ মনে করে লিপ্ত হয় তাহলে সে কখনো গুমরাহ হয় না। তাকে দেখে অন্যরাও প্রতারিত হয় না। ব্যক্তি নিজেও জানে এবং অন্যরাও জানে যে, সে গুনাহে লিপ্ত। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার নাম করে সিরাতে মুসতাকিম থেকে সরে পড়ে আর নিজের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ব্যয় করে সেটাকে সত্য দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব অভিহিত করার চেষ্টা করে, নানা কসরত করে সেটির ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস চালায় তাহলে সে নিজেও গুমরাহির শিকার হবে। তাকে দেখে অন্যরাও প্রতারিত হবে। কেননা সে যা বলছে ও যা করছে, তাকে দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব দাবি করে গোজামিল ব্যাখ্যা দেওয়ার অপচেষ্টা করছে। মনে রাখা দরকার— গুনাহ থেকে অতি সহজে বের হওয়া যায়; কিন্তু এই অজ্ঞতা থেকে বেরুনো দুষ্কর। কাজেই পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট উপায় হলো, যে পথের ওপর গোটা উম্মাহ চলে আসছে, উলামা-বুযুর্গানে দ্বীন চলে আসছেন, ফুকাহা-মুহাদ্দিসিন চলে আসছেন, যেই পথ আলোকিত ও উজ্জ্বল, যে পথের একেকটি স্তর ও একেকটি বাঁক সুনির্ধারিত, যে পথ সবার চেনা-জানা, শুধু সে পথের উপরই আমার মন ও আমার পা সুস্থির রাখতে হবে। এর অন্যথা হলে, আমার জীবনগাড়ি পথ হারিয়ে কোনো তেপান্তরে মরে বসতে পারে। এমন ভাবে হারিয়ে যাবে যে, ব্যক্তি নিজেও বুঝে উঠতে পারবে না। বিচ্যুতি অল্প হোক, বিস্তর হোক, সর্বাবস্থায় মারাত্মক ও বিপদজনক।

আমরা বর্তমান যুগে একের পর এক ফেতনার তামাশা দেখতে পাচ্ছি। দেখা যায়, একজন মেধাবী ও বুদ্ধিমান লোক উঠে দাঁড়াচ্ছেন আর নিজের সঙ্গে একটি নতুন পথ বের করছেন। কিন্তু পরিষ্কার বুঝে

আসে যে, লোকটি সাধারণ মুসলমানদের পথ থেকে কিছুটা হলেও সরে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেক সময় তার সেই পথ আপাতঃ দৃষ্টিতে নিষ্কলুষ ও নির্ঝঞ্ঝাট মনে হয়। দূরদর্শী আলেমগণ পর্যন্ত তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। কিন্তু সেই পথ বেয়ে সে যখন সামনে এগুতে শুরু করে তখন পরিষ্কার অনুভব হয় যে, দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি নতুন পথ গড়ে উঠতে শুরু করেছে। এখন দেখা যায়, তাকে সতর্ক করতে গেলে ফিতনা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাজ্জবের বিষয় হলো, এই ফিতনা ওই নতুন পথ আবিস্কারকারীকে বলা হয় না। যেই হীতাকাঙ্ক্ষী বিকৃতিকে বিকৃতি বলে, পথচ্যুতিকে পথচ্যুতি বলে, বক্রতাকে বক্রতা বলে, তাকে ধরে সবাই ফিতনাবাজ বলতে শুরু করে দেয়।

শরিয়ত সমস্ত বিধি-বিধান, আমল, আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমলের জন্যে যেমন সীমারেখা রয়েছে, আকায়েদের জন্যেও সীমারেখা রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সীমারেখার ভেতরে অবস্থান করবে ততক্ষণ দ্বীন ও শরিয়তের মাঝে ভারসাম্য ও স্থিরতা বিরাজমান থাকবে। যখনই সেই সীমারেখা লঙ্ঘন করা শুরু হবে তখনই দ্বীনি শিক্ষার মাঝে বিকৃতি ও বিচূতির দুয়ার খুলতে শুরু করবে।

সীমারেখা লঙ্ঘনের নাম গুলু-উগ্রতা। যে লোক উগ্রতার শিকার হয় সে দ্বীনের ক্ষেত্রে ও ইলমের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটায়।

আল্লাহ তাআলা প্রতিটি যুগে এমন কিছু মুখলিস ও প্রজ্ঞাবান আলেম সৃষ্টি করে থাকেন, যারা সঠিক ইলম ও সত্য দ্বীনের ওপর অতিরঞ্জন, বিকৃতি, ভুল সংযুক্তি ও অবান্তর ব্যাখ্যার পড়ে থাকা ধূলোবালি তাড়িয়ে স্বচ্ছ-পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট করার দায়িত্ব পালন করেন । তিনি এমন কিছু ইলমবন্ধু সৃষ্টি করেন, যারা দ্বীনকে আদি ও অবিকৃত রূপে অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আজ আমরা দেখতে পাই যে, একটি দীর্ঘ মুদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পরেই ইসলামধর্ম নিজ প্রকৃত অবয়ব সহকারে সবার কাছে

সুস্পষ্ট ও দেদীপ্যমাণ রয়েছে। যেভাবে চোখের ওপর ছোট্ট তৃণখণ্ড পড়লে পুরো চোখে জ্বালা-পোড়া, এমনকি পুরো শরীরেও অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। পুরো দেহ বুঝতে পারে যে, নতুন অনাহুত কোনো জিনিস চোখের আঙ্গিনায় হানা দিয়েছে। তদ্রূপ কোনো চিত্তাকর্ষক ও মুখরোচক দৃষ্টিভঙ্গির যৎসামান্যও যদি দ্বীনের পোশাক পরিধান করে মাযহাবের সীমারেখার ভেতর অনুপ্রবেশ করে তখন ইসলামের সামষ্টিক সমাজ দ্রুতই তা ধরে ফেলতে সক্ষম হয়।

আল্লাহর শোকর যে, এমন আলেমে দ্বীন ও বুযুর্গদের অস্তিত্ব সর্বযুগেই নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে যেমন বিদ্যমান রয়েছে, আগামীতেও তেমনই বিদ্যমান থাকবে। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান অনেক উঁচু।

রচনা
খিযির মাহমুদ কাসেমি
ফাযিল, দারুল উলুম দেওবন্দ
২ জানুয়ারি ২০১৮

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক
ফাযিল, দারুল উলুম দেওবন্দ
১৩ জানুয়ারি ২০১৩

‘তাবলীগ সিরিজ’ এর আরো পাঁচটি বই বের হয়েছে।
নিজেও পড়ুন, অন্যকেও জানতে দিন।

নিযামুদ্দিন মারকায ও নেপথ্যের কিছু সত্য
সংকলক
চৌধুরি আমানত উল্লাহ
সদস্য, মজলিসে আমেলা, মাদরাসায়ে কাশেফুল উলুম
বাংলাওয়ালি মসজিদ, হযরত নিযামুদ্দিন বস্তি, দিল্লি

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে কিছু নিবেদন
সংকলক
মাওলানা যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে একটি খোলা চিঠি
সংকলক
মাওলানা যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

মাওলানা সাদ সাহেবের একটি বিতর্কিত তাফসির
সংকলক
মাওলানা হাবিবুর রহমান আযমি
উসতাযুল হাদিস, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান
দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইট হতে সংগৃহীত

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আসআদ
আশুলিয়া, ঢাকা
015 11 52 50 70

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আমহার
মধ্যবাড্ডা। বাংলাবাজার।
যাত্রাবাড়ি। সিলেট।
019 24 07 63 65

cover : Mobarak Hossain Sadi 01837311078

ISBN NO: 978-984-93084-5-2

সাদ সাহেবের প্রচারণার ফলে জনগণের মাঝে এই মানসিকতা আশঙ্কাজনক হারে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে যে, দাওয়াত ও তাবলিগের ক্ষেত্রে অন্য কোনো আলেমে দ্বীন আমাদের আস্থাযোগ্য নন। কাজেই দাওয়াতের মেহনতের জন্যে অন্য কোনো আলেমের শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।...

মাওলানা যখন তার সঙ্গে মতবিরোধকারীদের কথা আলোচনা করেন তখন এমন অবস্থান গ্রহণ করেন যে, কেমনযেন তিনি নবিদের কাতারে আছেন। আর বিরোধীদের তিনি কাফের, মুশরিক, মুনাফিকদের সারিতে কল্পনা করে তাদের উত্তর দেন। এমন অবস্থানের কারণে মাঝে মাঝে দেখা যায়, তিনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন এবং নিজেকে আদর্শের জায়গা থেকে বিচ্যুত করে ফেলছেন।...

তার অনুসারীরা তাকে নিষ্কলুষ আদর্শ, সেরা মুহাদ্দিস ফকিহ ও মুফাসসির; এমনকি মুজাদ্দিদের আসনে রাখতে শুরু করেছেন। এখন বলুন, কাউকে যদি মুজাদ্দিদ ও নিষ্কলুষ আদর্শ ভাবা শুরু হয়, তাহলে কেন তার বিচ্ছিন্ন ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বয়ংক্রীয়ভাবে অন্যদের মাঝে অনুপ্রবেশ করবে না! যার পরিণতিতে এখন জামাতে তাবলিগের অভ্যন্তরে বিভক্তি, তীব্র ক্ষয়-ক্ষতি ও উম্মতের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।...

খুবই সঙ্গোপনে মানুষের মনে এই ধারণা গজিয়ে উঠছে যে, দ্বীনের বোধ, দ্বীনের ব্যথা-বেদনা ও অনুভূতি স্রেফ এই বিশেষ পদ্ধতির মেহনতের মাঝে সীমিত। মাওলানা ও তার অনুসারীদের বিভিন্ন কথা ও পদক্ষেপ দেখে অনেক সচেতন দূরদর্শীর বোধ হচ্ছে, এখন তারা একটি বিশেষ ফেরকার আকার ধারণ করতে চলেছেন।...

মুফতি খিযির মাহমুদ কাসেমি
ফোন ও ওয়াটসআপ নং :
0091-9538740400